অলিউল্লাহগণের

অলৌকিক জীবনী

প্রথম—ভাগ

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ইমামুল মিল্লাতে অদ্দিন,
শাইখুল হুদা মুজাদ্দিদে জামান সু-প্রসিদ্ধ
পীর শাহ্ সুফিআলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্তৃক অনুমোদিত।

উত্তর ২৪ পরগণা— বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী খাদেমুল ইসলাম—
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাল্লিগ, মুবাহিছ, মুছান্নিফ ও
ফকিহ্ আলহাজ্জ হজরত আল্লামা —

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

মোহম্মদ রুহুল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত ও তদীয় পৌত্র

পীরজাদা মোহম্মদ শরফুল আমিন

কর্ত্তৃক

শিয়ালদহ "প্রিন্টেক্স ইণ্ডিয়া" হইতে মুদ্রিত

★ ৪র্থ মুদ্রণ ১৪০৭ সাল ★

মূল্য ৩৫ মাত্র

বিশুদ্ধ প্রেম-বিশিষ্ট মনিষীগণ গত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহারা ছুফি নামে অভিহিত হন নাই, প্রথমেই আবুহাশেম ছুফী নামে অভিহিত হইয়াছেন। ছুফিদিগের খানকা (এবাদত গৃহ) সৃষ্টির ইতিহাস এই যে, একজন খৃষ্টান সম্পদশালী ব্যক্তি পশু শিকার করিতে গমন করিয়াছিলেন, তিনি পথিমধ্যে ছুফী সম্প্রদায়ের দুই ব্যক্তিকে দর্শন করিলেন — তাঁহারা একস্থানে উপবেশন করিলেন, খাদ্যসামগ্রী যাহা তাঁহাদের নিকট ছিল, সম্মুখে স্থাপন করিয়া ভক্ষণ করিলেন এবং তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

খৃষ্টান সম্পাদশালী ব্যক্তি তাহাদের এইরূপ পরস্পরের প্রীতি-প্রণয় দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের একজনকে আহ্বান পূর্ব্বক বলিলেন, ঐ দ্বিতীয় ব্যক্তি কে? তদুত্তরে ইনি বলিলেন আমি অবগত নহি। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার কিছু আছে কি? ইনি বলিলেন না। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমাদের খাদ্য কোথা হইতে সংগৃহীত হয়? ইনি বলিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত নহি। তিনি বলিলেন, তোমাদের পরস্পরের এই প্রীতি-প্রণয় কি? ইনি বলিলেন, ইহা আমাদের 'তরিকত'। তিনি বলিলেন, তোমাদের এইরূপ কোন আশ্রয়স্থল আছে কি যে, তথায় তোমরা সমবেত হইয়া থাক? ইনি বলিলেন, না। তখন তিনি বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল নির্ম্মান করিয়া দিব। তৎপরে তিনি শামদেশের রামালা নামক স্থানে একটি খানকা (এবাদত গৃহ) প্রস্তুত করিয়া দেন।

শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন ঃ—

خیر دار حل فیہا ارباب الدیار

وقدیما وفق اللہ خیر الخیار

"যে গৃহে শ্রেষ্ঠতম সম্প্রদায় অবস্থিতি করেন, উহাই উৎকৃষ্ট গৃহ। প্রাচীনকাল হইতে ইহাই খোদার বিধান প্রচলিত হইয়াছে যে, তিনি সৎলোকদিগকে সৎকার্য্যের ক্ষমতা প্রদান করেন।"

আবুহাশেম বলিয়াছেন, সুচ দ্বারা পর্ব্বতমালাকে উৎপাটন করা অপেক্ষা অন্তর সমূহ হইতে গরিমা দূরীভূত করা সমধিক কঠিন।

তিনি এক সময়ে কাজি শরিফকে এহইয়া খালেদের গৃহ হইতে বাহির হইতে দর্শন করিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিয়াছিলেন, আমি খোদার নিকট ঐরূপ এল্‌ম হইতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি — যাহা সুফল প্রদান করে না।

লেখক বলেন, ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, তরিকতপন্থীর পক্ষে বাদশাহ ও আমীরের দরবারে উপস্থিত হওয়া দোষনীয়। আবুহাশেম মৃত্যুপীড়ায় উপনীত হইলে, মনছুর আম্মর জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি নিজকে কিরূপ অবস্থায় দেখিতেছেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, মহা বিপদ দেখিতেছি, কিন্তু প্রীতি-প্রণয় তদপেক্ষা বৃহৎ বিপদ।

২। জোননুন মিসরী

ইনি প্রথম তবকার পীর ছিলেন, তাঁহার নাম ছওবান, তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবুল ফয়েজ, তাঁহার উপাধি জোননুন, তাঁহার পিতার নাম এবরাহিম। তিনি মিসরের এখমিম নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন, তথায় এমাম শাফেয়ির গোর শরিফ আছে। তাঁহার পিতা মিসর ও আবিসিনিয়ার মধ্যস্থলে নুবা নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন, কোরাএশদিগের মুক্তদাস ছিলেন, তাঁহার কতকগুলি ভ্রাতা ছিল, একজনের নাম ময়মুন ও জোলকোফল, তাঁহার মা'রেফাত সংক্রান্ত অনেকগুলি কাহিনী আছে। পীর জোননুন এমাম মালেকের শিষ্য ছিলেন, তাঁহার নিকট মোয়াত্তা ও ফেকহ্ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার মজহাবলম্বী ছিলেন, তাঁহার পীর মগরেবের

হজরত এছরাফিল ছিলেন। শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, জোন্নুন এতবড় ওলি ছিলেন যে, কারামত ও মাকামাত বর্ণনা করিয়া তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করার আবশ্যক হয় না। তিনি জামানার ইমাম, এবং অদ্বিতীয় ওলি সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ছিলেন, সকলেই তাঁহার সহিত তরিকত্ সম্বন্ধে সম্বন্ধ রাখেন। তাঁহারা পুর্ব্বের পীরগণ যে মা'রেফাত তত্ত্ব ইঙ্গিত ভাবে প্রকাশ করিতেন, ইনি তাহা স্পষ্ট শব্দে প্রকাশ করিয়াছেন এবং এতৎসম্বন্ধে কথা বলিয়াছেন। যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর জোনাএদ প্রকাশিত হইলেন, এই এল্ম নিয়মিতরূপে বিধিবদ্ধ করিলেন, বিস্তারিতরূপে কেতাব সমূহে লিপিবদ্ধ করিলেন। যখন শিবলী প্রকাশিত হইলেন, এই এল্ম মিম্বরের উপর প্রচার করিলেন। হজরত জোনাএদ বলিয়াছেন, আমরা এই এলম মৃত্তিকার নিম্নস্থিত গৃহে ও গৃহের মধ্যে গুপ্তভাবে প্রকাশ করিতাম, যখন শিবলী আগমন করিলেন, তখন উহা মিম্বরের উপর লোক সমক্ষে প্রকাশ করিলেন।

জোন্নুন বলিয়াছেন, আমি তিনবার বিদেশ গমন পূর্ব্বক তিন প্রকার এল্ম আনয়ন করিয়াছিলাম, প্রথমবার তওবার এল্ম আনয়ন করিয়াছিলাম, সাধারণ ও বিশিষ্ট সমস্ত লোক উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বার তাওয়াক্কাল ও খোদা-প্রেমের এলম্ আনয়ন করিয়াছিলাম, সাধারণ লোকেরা উহা গ্রহণ করে নাই, বিশিষ্ট লোকেরা উহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয়বার হকিকতের এলম আনয়ন করিয়াছিলাম, সাধারণ লোকেরা উহা গ্রহণ করে নাই ও বিশিষ্ট লোকেরা উহা গ্রহণ করেন নাই, যেহেতু উহা বিদ্যা ও বুদ্ধির অগোচর, এই হেতু তাহারা উক্ত পীর ছাহেবকে পরিত্যাগ করিলেন এবং তাহার উপর অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করিলেন। তিনি ২৪৫ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, যখন লোকে তাঁহার জানাজা লইয়া যাইতেছিলেন, একদল পক্ষী তাঁহার জানাজার উপর দিয়া পক্ষ বিস্তার করিয়া যাইতেছিল, এমন কি সমস্ত লোককে পক্ষীগুলির

ছায়ায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল, কেহ কখন এইরূপ পক্ষীগুলিকে দর্শন করে নাই, কেবল লোকে তাঁহার পরে এমাম শাফেয়ির শিষ্য মোজান্নার জানাজার উপর এইরূপ পক্ষীগুলিকে দেখিয়াছিল। তদ্দর্শনে লোকে জোন্নুনকে মকবুল পীর বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিবস তাঁহার কবরের উপর মনুষ্য কর্ত্তৃক লিখিত নহে এইরূপ অক্ষরে লিখিত দেখিয়াছিলেন—

ذو النون حبيب الله من الشوق قتيل الله

"জোন্নুন আল্লাহতায়ালার প্রেমিক, আগ্রহ (প্রেম) আতিশয্যে খোদার পথে নিহত (শহীদ) হইয়াছেন।"

লোকে যখন উক্ত লিখিত বিষয়টি বিলোপ করিয়া ফেলিতেন, পুনরায় উহা লিখিত অবস্থায় দর্শন করিতেন।

জোন্নুন বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের নফছের অসৎ স্বভাবগুলি পর্য্যবেক্ষণ করত উহা দূরীভূত করার চেষ্টা করে, তাহা অপেক্ষা খোদা কোন লোককে সমধিক গৌরবান্বিত করেন নাই।

তিনি আরও বলিয়াছেন, আত্মগরিমা এবং নিজের অনুপযুক্ত নফছকে উপযুক্ত বলিয়া প্রকাশ করা অপেক্ষা সমধিক গুপ্ত ও দৃঢ় অন্তরাল ও প্রতিবন্ধক অন্য কিছুই নাই।

তিনি আরও বলিয়াছেন, খোদাতায়ালার জাত অবগত হইতে চিন্তা করা অজ্ঞতার চিহ্ন।

তাঁহার দিকে বিবেকের সাহায্যে ঈঙ্গিত করা শেরক।

মা'রেফাতের মর্ম্ম প্রকৃত জাতের তত্ত্ব অবগত না হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হওয়া।

লোকে জোন্নুনকে মুরিদ ও মোরাদের পার্থক্য জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি (কঠোর সাধনা সহ) খোদা প্রাপ্তির অন্বেষণ করে, তাহাকে মুরিদ বলা হয়, আর যে ব্যক্তি উহার জন্য সাধনা করে না, কিন্তু ইহা সত্বেও খোদা তাহাকে নিজের পথে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তাহাকে খোদার মোরাদ নামে অভিহিত করা হয়।

জোন্নুন বলিয়াছেন, আমি একসময় একদল লোকের সঙ্গে মিশর হইতে জেদ্দা গমন করা মানসে নৌকায় বসিয়াছিলাম। একজন ছিন্ন বস্ত্রধারী যুবক আমাদের সহিত নৌকায় ছিলেন তাঁহার সঙ্গলাভে আমার অতি আগ্রহ ছিল, কিন্তু তিনি জামানার মহা গৌরবান্বিত পীর (বোজর্গ) ছিলেন এবং এক নিমেষও খোদার এবাদত হইতে নির্লিপ্ত থাকিতেন না, এই হেতু তাঁহার আতঙ্কে আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে সাহসী হইতেছিলাম না। এক দিবস একজন লোকের স্বর্ণ ও রত্নের একটি থলিয়া অপহৃত হইল। উক্ত থলিয়ার মালিক উক্ত যুবকের প্রতি চুরির অপবাদ প্রয়োগ করিল। লোকেরা তাঁহার উপর উৎপীড়ন করিতে উদ্যত হইল। আমি বলিলাম, ততক্ষণ আমি তাঁহার নিকট উত্তমরূপে জিজ্ঞাসাবাদ না করি, ততক্ষণ তোমরা এতৎ সম্বন্ধে তাঁহার নিকট কোন কথা বলিও না। আমি তাঁহার নিকট অতি কোমল স্বরে বলিলাম, এই লোকদিগের এইরূপ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহারা আপনার প্রতি মন্দ ধারণা পোষণ করিতেছে, আমি ইহাদিগকে কঠোরতা অবলম্বন ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছি, এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য? তৎশ্রবণে তিনি আছমানের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কিছু বলিলেন। সমুদ্রের মৎস্যগুলি পানির উপর ভাসমান হইল, প্রত্যেক মৎসের মুখে এক একটি রত্ন ছিল। তিনিএকটি রত্ন লইয়া উক্ত ব্যক্তিকে প্রদান করতঃ পানির উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। তৎপরে যে ব্যক্তি উক্ত থলিয়া অপহরণ করিয়াছিল, উহা নিক্ষেপ করিল, তাহারা

উক্ত থলিয়া প্রাপ্ত হইয়া উক্ত মিথ্যা অপবাদ প্রয়োগের জন্য লজ্জিত হইল।

আবু হাশেম বলিয়াছেন, আমি ঈদের দিবস জোন্নুনের সহিত গমন করিতে ছিলাম, লোকেরা আনন্দ করিতে করিতে ঈদগাহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ইহাতে জোন্নুন বলিলেন, এই লোকেরা নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করিয়াছেন, এই হেতু আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু তাহারা অবগত নহেন যে, তাহাদের রমজানের রোজা গৃহীত (মকবুল) হইয়াছে কিনা? তুমি আইস, আমরা একদিকে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ তাহাদের উপর ক্রন্দন করি।

৩। আবুল আছওয়াদ রাখাল (রঃ)

একজন পীর ছিলেন, তিনি এক সময় ময়দানে নিজের পরিজনকে বলিলেন, তোমরা বিদায় গ্রহণ কর, আমি রওয়ানা হইতেছি তাঁহার ভগ্নি একটি বদনা দুগ্ধে পরিপূর্ণ করিয়া তাহাকে প্রদান করিল। তিনি চলিয়া গেলেন, যখন তাঁহার ওজুর আবশ্যক হইল, তিনি ওজু করিতে ইচ্ছা করিলেন বদনা হইতে দুগ্ধ বাহির হইল, তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, ওজু করি, এইরূপ পানি নাই, আমার পক্ষে দুগ্ধ অপেক্ষা পানির অধিকতর আবশ্যক। তিনি বদনাটি দুগ্ধ হইতে শূন্য করিয়া পানি দ্বারা পুর্ণ করতঃ চলিয়া গেলেন। যখন তিনি ওজু করিতেন, উহা হইতে পানি বাহির হইত, আর যখন তিনি পিপাসাযুক্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইতেন, উহা হইতে দুগ্ধ বাহির হইত।

৪। অলিদ বেনে আব্দুল্লাহ ছাক্কা (রঃ)

তাঁহার কুনইয়াতি নাম আবু ইছহাক, তিনি জোন্নুন মিসরির শিষ্য ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, আমি পীর জোন্নুনকে বলিতে শ্রবণ করিয়াছি

যে, আমি এক ময়দানে একজন কালবর্ণের কাফ্রী (হাবশী) কে দেখিয়াছিলাম যে, যখন সে আল্লাহ বলিত, শ্বেত বর্ণের হইয়া যাইত। জোন্নুন বলিয়াছেন, সে ব্যক্তি আগ্রহ সহকারে খোদাকে স্মরণ করে, প্রকৃত পক্ষে তাহার মানবীয় গুণ দুরীভূত হইয়া যায়।

আবু আবদুল্লাহ রাজি বলিয়াছেন, আমি পীর অলিদ ছাক্কার নিকট উপস্থিত হইয়া ইচ্ছা করিলাম যে, তাহার নিকট ফকিরি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি। অমনি মস্তক উত্তোলন করিয়া বলিলেন যে ব্যক্তির অন্তরে খোদা ব্যতীত অন্য বস্তুর চিন্তা কখনও উদয় হয় না, সেই ব্যক্তি ফকির নামের উপযুক্ত এবং কেয়ামতের দিবস এই কথার দায়িত্ব হইতে নিস্কৃতি পাইবে।

ইনি ৩২০ কিম্বা ৩২৬ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৫। এবরাহিম আজোরি (রঃ)

তাঁহার দ্বিতীয় নাম আবু এছহাক। আবু মোহাম্মদ জোরায়রি ও আবু মোহাম্মদ মাগাজেলি বলিয়াছেন, একজন য়িহুদী উক্ত পীর ছাহেবের নিকট নিজের গচ্ছিত বস্তু চাহিতে আগমন করিয়াছিল। তাহাদের কথা প্রসঙ্গে য়িহুদী বলিল, আমাকে এইরূপ একটি বিষয় প্রদর্শন করুন — যদ্দারা আমাদের ধর্ম্ম অপেক্ষা ইসলামের গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্ব বলিতে পারি; তাহা হইলে আমি ইমান গ্রহণ করিতে পারি। পীর ছাহেব বলিলেন, তুমি কি সত্য কথা বলিতেছ? য়িহুদী বলিল, হাঁ। পীর এবরাহিম বলিলেন, তুমি নিজের চাঁদরখানা আমাকে প্রদান কর। তিনি তাহার চাদরকে লইয়া নিজের চাদরের সহিত জড়িত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলেন এবং উহার পরে তথায় উপস্থিত হইয়া উহা অগ্নি হইতে বাহির করিলেন, নিজের চাদরকে খুলিয়া লইলেন, উহা অবিকৃত অবস্থায় ছিল, য়িহুদীর চাদরখানা ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। তদ্দর্শনে য়িহুদী ইছলাম গ্রহণ করিল।

৬। আবু-আলি ছিন্দি (রঃ)

ইনি আবু-এজিদ বোস্তামির পীর ছিলেন, হজরত বাএজিদ বলিয়াছেন, আমি আবু-আলির নিকট তওহিদ সম্বন্ধে এলমেফানা শিক্ষা করিতাম, আর আবু আলি আমার নিকট ছুরা ফাতেহা ও ছুরা এখলাছ শিক্ষা করিতেন।

৭। আবু-হাফছ হাদ্দাদ (কর্ম্মকার) কোঃ

ইনি প্রথম তবকার পীর ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় নাম আমর, তাঁহার পিতার নাম ছালামা, নীশাপুরের কোন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন, সেই কালের অদ্বিতীয় লোক ছিলেন, ইনি ওছমান হিরির পীর ছিলেন, শাহ শোজা কেরমানি তাঁহার ছেলছেলাভূক্ত। শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, তিনি জগতের আদর্শ পুরুষ ছিলেন খোদাতায়ালা তাঁহার জামানায় তাঁহাকে প্রকাশ করিয়াছেন, যে, মনুষ্যের কিরূপে খোদার অনুগত সেবক হওয়া উচিত।

মোয়াম্মেল শিরাজী বলিয়াছেন, আল্লাহতায়ালা জোনাএদকে সূক্ষ্মতত্ব, শাহ শোজা কেরমানিকে তওহিদ তত্ত্ব, আবু হাফ্‌ছকে সৎস্বভাব ও আবু এজীদ বোস্তামিকে আত্ম-বিস্মৃত প্রদান করিয়াছিলেন।

আবুহাফ্‌ছ, আহমদ খাজেরাহে ও বাএজিদের সহচর ছিলেন, আবদুল্লাহ মেহদীর শিষ্য ছিলেন তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন।

তিনি বলিয়াছেন, বাহ্য শিষ্টাচার (আদবের) সৌন্দর্য্য আন্তরিক শিষ্টাচার সৌন্দর্য্যের লক্ষণ। নবি (ছাঃ) বলিয়াছেন যদি উক্ত ব্যক্তির অন্তর বিনয়ী হইত, তবে তাহার অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গগুলি বিনয়ী হইত।

এক সময় তিনি হজ্জের জন্য গমন করিতেছিলেন, বাগদাদে উপস্থিত

হইলেন, পীর জোনাএদ অভ্যার্থনা করার নিমিত্ত গমন করিলেন, আবু হাফছ্ পীর ছিলেন, তাঁহার মুরিদগণ তাঁহার মস্তকের নিকট দণ্ডায়মাণ হইলেন, এবং উৎকৃষ্ট আদব রক্ষা করিতে ছিলেন। জোনাএদ বলিয়াছেন, তুমি নিজের শিষ্যগণকে কি বাদশাদিগের আদব শিক্ষা প্রদান করিয়াছ? তিনি বলিলেন, খোদার বন্ধুগণের সহিত বাহ্য শিষ্টাচার রক্ষা করা আল্লাহতায়ালার সহিত আন্তরিক শিষ্টাচার রক্ষা করার লক্ষণ।

শায়খোল-ইছলাম বলিয়ছেন ঃ—

قل من ضمنت شيا طويه

الا في وجهه من ذاك عنوان

"অতি কম লোক এইরূপ আছে যে, সে অন্তরে কোন বিষয় গোপন করিয়া রাখে, কিন্তু তাহার চেহারাতে উহার লক্ষণ প্রকাশিত হয়।"

উক্ত পীর ছাহেব বলিয়াছেন ঃ—

যে ব্যক্তি প্রত্যেক সময় নিজের কার্য্য, কথা ও অবস্থাকে কোর-আন ও হাদিছের তৌলদাড়ি দ্বারা ওজন না করে এবং নিজের চিন্তাগুলির উপর দোষারোপ না করে, আমি তাহাকে বীরপুরুষ দিগের অন্তর্গত ধারণা করি না।

তিনি আরও বলিয়াছেন, ন্যায় বিচার করা ও নিজের ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ না করাই বীরত্ব।

তিনি ২৬৪ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।

৮। আবু মোহম্মদ হাদ্দাদ (কর্ম্মকার) (রঃ)

ইনি আবুহাফ্ছের মুরিদ ছিলেন নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন, যখন

তিনি আবু হাফ্‌ছের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি তাঁহাকে বলিলেন, তুমি কর্ম্মকারের পেশা অবলম্বন কর, উহা দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ ভক্ষণ না করিয়া দরিদ্রদিগকে প্রদান কর, নিজের জন্য ভিক্ষা করিয়া উহা ভক্ষণ কর। কিছু দিবস এইরূপ করিতে থাকেন, ইহাতে লোকেরা তাঁহার উপর দোষারোপ করিতে থাকেন যে, তোমরা এই ব্যক্তির লোভ দর্শন কর যে, ইনি নিজে পেশা অবলম্বন করিয়াছেন, আবার ভিক্ষা করিয়া থাকেন।

যখন লোকে পরিশেষে তাঁহার প্রকৃত অবস্থা অবগত হইতে পারিলেন, তখন লোকের অনুরাগভাজন হইয়া পড়িলেন এবং লোকেরা তাহাকে দান করিতে মুক্তহস্ত হইলেন।

আবু হাফছ বলিলেন, যখন লোকে তোমার অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছেন, তখন পুনরায় ভিক্ষা করিও না, এক্ষণে তোমার উপর ভিক্ষা করা হারাম হইয়াছে। তুমি যে কার্য্য করিতেছ, তদ্বারা ভক্ষণ কর এবং লোকদিগকে দান কর।

এক সময় এক মুরিদ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, যদি তুমি এই তরিকত শিক্ষার আশা রাখ, তবে তুমি প্রামাণিকের (নাপিতের) কার্য্য শিক্ষা কর, যেন লোকে তোমাকে নাপিত নামে অভিহিত করেন, প্রথমে তোমাকে যেন ওলি নামে অভিহিত না করেন। তৎপরে তুমি নাপিতের কার্য্য ইচ্ছা হয় করিও, না হয় না করিও।

লেখক বলেন, পীরেরা নিজেদের গরীমা দূরীভূত করা উদ্দেশ্যে এইরূপ পন্থা অবলম্বন করিতেন।

৯। জালেম বেনে মোহম্মদ (রহঃ)

ইনি একজন বড় পীর ছিলেন, ইহার নাম আবু আবদুল্লাহ ছিল,

নিজেকে জালেম (অত্যাচারী) নামে অভিহিত করিয়াছিলেন এবং বলিতেন কখনও আমাদের স্রষ্টা খোদার এবাদাত সম্পাদিত হয় নাই, কাজেই আমি অত্যাচরী। তিনি কর্ম্মকার আবু জা'ফরের শিষ্য ছিলেন, তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে যে, তরিকতের পথ তাহার উপর উন্মুক্ত হয়, সে যেন তিনটি কার্য্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লয়, (১) খোদার জেকেরে শান্তি লাভ করা, (২) মনুষ্যদিগের নিকট হইতে পলায়ন করা, (৩) অল্প ভক্ষণ করা।

১০। আবুবকর কাত্তানি (রহঃ)

ইনি চতুর্থ তারিকার পীর ছিলেন, তাঁহার দ্বিতীয় নাম মোহম্মদ ইনি আলির পুত্র ও জা'ফরের পৌত্র ছিলেন, বাগদাদের কাত্তানের অধিবাসী ছিলেন, হজরত জোনাএদ বাগদাদির শিষ্য ছিলেন, মক্কা শরিফের বাসিন্দা হইয়াছিলেন। মোরতায়েশ বলিয়াছেন, কাত্তানি মক্কা শরিফের হেরেমের প্রদীপ স্বরূপ ছিলেন।

কাত্তানী বলিয়াছেন, ছুফি সম্প্রদায় প্রকাশ্য ভাবে বন্দিগী ও শরিয়তের কার্য্যে সজ্জিত এবং অন্তরে খোদা ব্যতীত অন্যদিগের আধিপত্য হইতে মুক্ত।

শাইখোল-ইছলাম বলিয়াছেন, তিনি হজরত খেজেরের সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন, এক সময় হজরত খেজের (আঃ) তাঁহাকে বলিয়াছেন, হে আবুবকর এই সম্প্রদায়ের সমস্ত লোক আমাকে চিনিয়া থাকেন, কিন্তু আমি তাহাদিগকে চিনি না। তিনি বলিয়াছেন, হজরত খেজের (আঃ) বলিয়াছিলেন; আমি ইয়েমেনের ছাফা মসজিদে ছিলাম, লোকে (মোহাদ্দেছ) আবদুর রাজ্জাকের নিকট হাদিছ পাঠ করিতেছিলেন, মসজিদের এক প্রান্তে একটি যুবক মস্তক চাদর আবৃত করিয়া উপবিষ্ট

ছিল, আমি তাহাকে বলিলাম, লোকে আবদুর রাজ্জাকের নিকট হাদিছ শিক্ষা করিতেছেন, আর তুমি এই স্থানে উপবিষ্ট রহিয়াছ কেন, তুমি তথায় গমন করিয়া হাদিছ শ্রবণ কর না? সেই যুবক বলিল, আমি এই স্থলে রাজ্জাকের (খোদার) নিকট শ্রবন করিতেছি, আর তুমি আমাকে আবদুর রাজ্জাকের খোদার বান্দার) নিকট আহ্বান করিতেছ? আমি বলিলাম, যদি তুমি সত্যবাদী হও, তবে বল, আমি কে? যুবক বলিল, আপনি খেজের, তৎপরে সে চাদর দ্বারা মস্তক আবৃত করিল।

শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, যদি সে ব্যক্তি যেরূপ রাজ্জাক (খোদা) হইতে শ্রবণ করিতেছে, সেইরূপ আবদুর রাজ্জাক হইতে শ্রবণ করিত, তবে সমধিক বিবেচক হইত, কেননা পীরগণের মধ্যে উক্ত ব্যক্তিরা মহৎ হইয়াছেন — যাহাদের বাহ্যভাব সাধারণ লোকদিগের ন্যায় এবং আন্তরিক ভাব বিশিষ্ট লোকদিগের ন্যায়, কেননা শরিয়তের নিয়ম কানুন দেহের সহিত এবং হকিকতের ব্যবস্থা আত্মার সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি কোন শিক্ষকের নিকট শিষ্টতা শিক্ষা না করিয়াছেন, সে অকর্ম্মণ্য হইয়া থাকে।

তোমার দেহ যেন দুনইয়ার সহিত সংশ্লিষ্ট ও তোমার অন্তর যেন পরকালের সহিত সংলিপ্ত থাকে।

শাএখ আবুবকর রাজি বলিয়াছেন, পীর আবুবকর কাত্তানী একজন পরিপক্ক কেশধারী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করিতে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, এই ব্যক্তি বাল্য ও যৌবনকালে খোদার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছেন, কাজেই খোদা তাহার বার্দ্ধক্যে তাহাকে লাঞ্ছিত অবস্থায় ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সে যৌবনকালে খোদার আদেশ পালনে চেষ্টাবান হইত, তবে বার্দ্ধক্যে ভিক্ষা করার লাঞ্ছনায় লাঞ্ছিত হইত না, কেননা ছুন্নাত-অল-জামায়াতের পীরগণ যদিও বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তথাচ লোকদিগের চক্ষে ও অন্তরে সমধিক

গৌরবান্বিত হয়েন।

শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, লোকে আবুবকর কাত্তানিকে হজরত নবী (ছাঃ) এর শিষ্য নামে অভিহিত করিতেন, কেননা তিনি বহুবার নবী (ছাঃ) কে স্বপ্নে দেখিতেন, কোন দিবস কিম্বা রাত্রে তিনি হজরতকে দেখিবেন, তাহা তিনি জানিতে পারিতেন। লোকেরা তাঁহার নিকট মছলা সমূহ জিজ্ঞাসা করিতেন, আর তিনি তৎসমস্ত নবী (ছাঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর শ্রবণ করিতেন।

এক সময় হজরত (সঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ৪১ বার يا حى يا قيوم ইয়া হাইয়ো, ইয়া কাইউমো কিম্বা لا اله الا انت লাএলাহা ইল্লা আন্তা পড়িবে, যখন লোকদিগের অন্তর মরিয়া যাইবে, তাহার অন্তর মরিবে না।

শাএখ আবুল কাছেম, কাত্তানীকে বলিয়াছিলেন, তাছাওয়ফ কি বস্তু? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, উহার সামান্য ব্যাখ্যা এই যে, তুমি উহা বুঝিতে পারিবে না।

কেহ পীর আবু হাফছকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, ছুফি কোন ব্যক্তি? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি ছুফি হয়, সে ইহা জিজ্ঞাসা করে না যে, ছুফি কে?

শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, এই এলম আল্লাহতায়ালার গুপ্ততত্ত্ব, এই ছুফি সম্প্রদায় উক্ত গুপ্ততত্ত্বের অধিকারী, দ্বাররক্ষকের বাদশাহদিগের গুপ্তভেদের সহিত কি সম্বন্ধ? মূলে এই কার্য্য ইহাতে আত্মনিয়োগ করার উপর নির্ভর করে, মৌখিক সমালোচনাতে কিছু ফলোদয় হয় না, যে ব্যক্তি ইহার প্রতি অবজ্ঞা করে সে উহা হইতে বঞ্চিত হয়। তুমি চেষ্টা চরিত্র ও অন্বেষণ করিয়া উহা প্রাপ্ত হইতে পার না, পীরগণের সহিত নম্রতা ও

সৌজন্য অবলম্বন করিলে, উহা লাভ করিতে পার। কোন প্রশ্নকারী এতৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, বুঝিতে হইবে যে, সে ব্যক্তি ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই কার্য্যের সৌরভ প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার প্রশ্ন করার কি আবশ্যক? তুমি ইহার প্রতি অবজ্ঞা করিও না, কেননা অবজ্ঞা করা দুরাদৃষ্টের লক্ষণ।

এই সম্বন্ধে তিন শ্রেণীর লোক আছে — এক শ্রেণী ইহা হইতে উদাসীন রহিয়াছে, দ্বিতীয় শ্রেণী ইহা অস্বীকার করিয়া থাকে, তৃতীয় শ্রেণী এই কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, প্রথম শ্রেণী প্রতারিত হইয়াছে, দ্বিতীয় শ্রেণী খোদার দরবার হইতে বিতাড়িত ও তৃতীয় শ্রেণী জ্যোতির সমুদ্রে নিমজ্জিত।

১১। আবু জাফর মজজুম (কোঃ)

ইনি কুষ্ঠরোগগ্রস্ত, আবুল আব্বাছ আতার সমসাময়িক ও জামানার গওছ ছিলেন, গওছ এইরূপ কোন ব্যাধি বা অন্য কোন বিষয়ে বিজড়িত থাকেন যেন লোকে তাঁহার পরিচয় জানিতে না পারে।

এবনো-খফিফ বলেন, আমি আবুল-হোছাএন দারাজের নিকট শ্রবণ করিয়াছি, তিনি বলিয়াছিলেন, প্রবাসে সহচরদিগের সহিত বহু কলহ বিরোধ সংঘটিত হওয়ায় তাহাদের উপর বীতশ্রদ্ধা হইয়া পড়িয়াছিলাম, এই হেতু দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়াছিলাম যে, একা বিদেশভ্রমণ করিব। আমি যখন কাদেছিয়ার মছজিদে উপস্থিত হইলাম, একজন মহা বিপন্ন কুষ্ঠগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলাম, তিনি আমাকে দেখিয়া ছালাম করিয়া বলিলেন, হে আবুল হোছাএন, তুমি মনোমালিন্য ও ক্রোধের সহিত হজ্জ করার সঙ্কল্প করিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, সঙ্গী গ্রহণ করার বাসনা রাখ কি? মনে ভাবিলাম, সুস্থ সহচরগণ হইতে পলায়ন করতঃ একজন

কুষ্ঠরোগীর হস্তে পতিত হইলাম, এই হেতু স্পষ্টভাবে বলিলাম যে, সহচরের বাসনা রাখি না। তিনি বলিলেন, হে আবুল হোছাএন আল্লাহতায়ালা দুর্ব্বল লোকের দ্বারা এইরূপ কার্য্য করাইয়া দেখাইয়া থাকেন যাহা দেখিয়া সবল ব্যক্তি বিস্ময়ান্বিত হইয়া থাকে। আমি বলিলাম, ইহা সত্য কথা, তাহার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া রওয়ানা হইলাম। যখন আমি দ্বিতীয় মঞ্জেলে উপস্থিত হইলাম, এক দেড় প্রহরের সময় তাঁহাকে তথায় শান্তিসহ উপবিষ্ট দর্শন করিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবুল হোছাএন খোদাতায়ালা দুর্ব্বল লোকের দ্বারা এইরূপ কার্য্য করাইয়া থাকেন, যাহাতে শক্তিশালী ব্যক্তি আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া থাকে। আমি কিছু না বলিয়া রওয়ানা হইলাম, কিন্তু আমার অন্তরে তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তার উদ্বেগ হইতে লাগিল।

আমি অতি ত্রস্তভাবে ফজরের সময় (প্রত্যুষে) দ্বিতীয় মঞ্জেলে উপস্থিত হইয়া মছজিদে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে স্থির ভাবে উপবেশন করিতে দেখিলাম। তিনি বলিলেন, হে আবুল হোছাএন, আল্লাহতায়ালা দুর্ব্বল ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ কার্য্য করাইয়া থাকেন — যাহাতে বলবান ব্যক্তি স্তম্ভিত হইয়া থাকে। আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয় সহকারে বলিলাম, খোদার নিকট এবং আপনার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। তিনি বলিলেন, তোমার উদ্দেশ্য কি? আমি বলিলাম, ভ্রম করিয়াছি, সঙ্গী গ্রহণের বাসনা করি। তিনি বলিলেন, তুমি বলিয়াছ, সঙ্গী চাহি না এবং ইহার উপর শপথ করিয়াছ। আমি ইহা পছন্দ করি না যে, তোমার শপথকে মিথ্যা সাব্যস্ত করি। আমি বলিলাম, তাহা হইলে আপনি এইরূপ করুন যে, যেন প্রত্যেক মঞ্জেলে আমি আপনার দর্শন লাভ করিতে পারি। তিনি ইহা মঞ্জুর করিলেন। তখন পথের শান্তি ও ক্ষুধা আমা হইতে দুরীভূত হইয়া গেল এবং ইহা ব্যতীত অন্য কোন দুঃখ ও চিন্তা থাকিল না যে, অতী শীঘ্র মঞ্জেলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করি।

যখন আমি মক্কা শরিফে উপস্থিত হইলাম, ছুফিগণকে এই ঘটনা বিবৃত করিলাম, শাখছ আবুবকর কাত্তানী ও আবুল হাছান বলিলেন, তিনি আবুজা'ফর মজজুম, আমরা ত্রিশ বৎসর হইতে তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, যদি তুমি পুনরায় তাঁহাকে দেখিতে পাও, তবে অতি উত্তম কথা। আমি তথা হইতে রওয়ানা হইয়া কাবা গৃহের তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) করা কালে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ছুফিগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক বলিলাম, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি। তাঁহারা বলিলেন, যদি তুমি পুনরায় তাঁহার দর্শন লাভ কর, তবে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সশব্দে আমাদিগকে আহবান করিও। আমি তাহাই স্বীকার করিলাম। যখন মিনা ও আরাফাতে রওয়ানা হইলাম, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। কঙ্কর নিক্ষেপ করার সময় একজন আমার সহিত কথা বলিলেন এবং ছালাম করিলেন, আমি দেখিলাম যে, সেই গওছ ছাহেব দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তাঁহার দর্শন লাভে আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম যে, অধীর অবস্থায় আনন্দধ্বনি করিলাম এবং অচৈতন্য ও ভূ-পতিত হইলাম। তিনি চলিয়া গেলেন, যখন মছজেদে-খয়কে উপস্থিত হইলাম, বন্ধুদিগকে বলিলাম, ইহা বিদায় দিবস। মাকামেএবরাহিমের পশ্চাদ্দিকে নামাজ পড়িতেছিলাম, এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি পৃষ্ঠের দিক হইতে আমাকে আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, হে আবুল হোছাএন, তুমি এখনও কি উচ্চশব্দ করিবে? আমি বলিলাম, কখনও না, হে পীর ছাহেব, আপনার নিকট ইহাই প্রার্থনা করি যে, আপনি আমার জন্য দোওয়া করুন। তিনি বলিলেন, আমি দোয়া করিব না, তুমি দোয়া কর, আমি 'আমিন' বলিব। আমি তিনটি দোয়া করিলাম, তিনি আমিন বলিলেন। প্রথম দোয়া এই যে, আমার খাদ্য যেন এক দিবসের পরিমাণ হয়। তাহাই হইয়াছে, কয়েক বৎসর অতীত হইল, আমার উপর এইরূপ কোন রাত্রি অতিবাহিত হয় নাই যে, আগত দিবসের জন্য কিছু সঞ্চিত রাখিয়াছি। দ্বিতীয় দোয়া এই যে, দরবেশী আমার পক্ষে প্রীতিজনক করিয়া দাও। এক্ষণে দুনইয়াতে আমার পক্ষে দরবেশী অপেক্ষা

সমধিক প্রীতিজনক অন্য কোন বিষয় নাই। তৃতীয় দোয়া এই যে, হে খোদা, কল্য কেয়ামতে যখন লোকদিগকে পুনর্জীবিত করিবে, তখন নিজের বন্ধুগণের সারিতে আমাকে সমুত্থিত করিও এবং তথায় স্থান প্রদান করিও। আশা করি যে, তাহাই হইবে।

শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, মোহম্মদ, শেগরেক আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, সুলতান মাহমুদ গজনবীর পিতা ছোবোক্তগিনের পুর্ব্ব সেনাদল হেরীতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাঁহার সেনাদলের মধ্যে একজন কোন পল্লীবাসীর নিকট হইতে একটি তৃণের বোঝা ক্রয় করিয়া সম্পূর্ণ মূল্য প্রদান করিলেন, তৎপরে উহা তাহাকেই প্রদান করিলেন। আরও তিনি বলিলেন, যখন তুমি দ্বিতীয়বার তৃণ আনয়ন করিবে, আমার নিকট আনয়ন করিবে। উক্ত পল্লীবাসীর একজন বৃদ্ধ ছিল, সে উক্ত সৈন্যের নিকট উপস্থিত হইয়া মিত্রতা স্থাপন করিল। এমতাবস্থায় কোরবাণীর ঈদ আগত প্রায় হইল, উক্ত বৃদ্ধ পল্লীবাসী বলিল, উক্ত হাজিগণ হজ্জ করিতেছেন, পরিতাপ! যদি আমরা তথায় থাকিতাম। সৈন্যটি বলিল, তুমি কি ইচ্ছা কর যে, তোমাকে আরাফাতে লইয়া যাইব, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তুমি কাহাকেও বলিবে না। বৃদ্ধ বলিল, আমি কাহাকেও বলিব না। তিনি তাহাকে আরফাতে লইয়া গেলেন, তাহার উভয়ে হজ্জ সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পল্লীবাসী লোকটি বলিল, আমি বিস্ময়ান্বিত হইতেছি যে, আপনি এইরূপ উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও সৈন্যদিগের মধ্যে অবস্থান করেন। তিনি বলিলেন, যদি আমার তুল্য কোন লোক এই সৈন্যদলে অবস্থান না করেন, তবে যখন কোন দুর্ব্বল কিম্বা বিধবা বিচার প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, কোন ব্যক্তি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে এবং তাহার প্রতিশোধ প্রাদান করিবে? আর যখন সৈন্যদল লুণ্ঠন কালে কোন যুবতী স্ত্রীলোক প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের হস্ত হইতে কোন ব্যক্তি তাহাকে উদ্ধার করিবে? আমি এইরূপ কার্য্যগুলির জন্য এই সেনাদলে অবস্থান করিয়া থাকি। সাবধান! তুমি কাহাকেও এই সংবাদ প্রদান করিবে না।

শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, তোমাদের ইহাই কর্ত্তব্য যে, কাহারও দিকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টিপাত করিবে না, কেননা খোদার ওলিগণ ছদ্মবেশী অবস্থায় জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন? যতক্ষণ তোমার অন্তচক্ষু উন্মীলিত না হয় এবং ভাল মন্দ বুঝিবার প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, ততক্ষণ লোকদিগের সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা পোষণ করিও না, নচেৎ নিজের উপর অত্যাচার করিবে। পীর খেরকানী বলিয়াছেন, যখন মানব সমাজ হইতে বিশ্বাসপরায়ণতা অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, তখন খোদা নিজের ওলিগণকে গোপন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, হে খোদা, আমার এইরূপ শক্তি সামর্থ্য কোথায় যে, তোমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করি, অবশ্য তোমার বন্ধুগণকে মিত্ররূপে গ্রহণ করিয়া থাকি।

১২। আবু জা'ফর দামেগানি (রঃ)

একজন ছুফি বলিয়াছেন, আমি মদিনা শরিফে ছিলাম, হঠাৎ একজন বৃহৎ মস্তক বিশিষ্ট আজামী মনুষ্যকে দেখিলাম যে, তিনি হজরত নবী (ছাঃ) এর দরবার হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছেন। যখন তিনি বাহির হইলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে ধাবিত হইলাম। তিনি জোল-হোলায়ফাতে উপস্থিত হইয়া নামাজ পড়িলেন, লাব্বায়কা বলিলেন, এবং রওয়ানা হইলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে রওয়ানা হইলাম। তিনি আমার দিকে দৃষ্টীপাত করিয়া বলিলেন, তুমি কি বাসনা কর? আমি বলিলাম, আপনার পশ্চাতে গমন করিতে ইচ্ছা করি। তিনি নিষেধ করিলেন, আমি বিনয় ভাব প্রকাশ করিলাম। তিনি বলিলেন, যদি অগত্যা তুমি আগমন করার ইচ্ছা কর, তবে তুমি আমার পদচিহ্নের উপর পদক্ষেপ কর। আমি বলিলাম, তাহাই করিব। তৎপরে তিনি রওয়ানা হইয়া প্রসিদ্ধ পথ ত্যাগ করতঃ অন্য পথ অবলম্বন করিলেন। রাত্রির কিছু অংশ অতিবাহিত হইলে, একটি প্রদীপের আলোক নিরীক্ষণ করিলাম। তিনি বলিলেন, ইহা মছজেদে-আএশা (রাঃ) এক্ষণে

তুমি অগ্রে গমন করিবে, কিম্বা আমি অগ্রে গমন করিব? আমি বলিলাম, যাহা আপনি ইচ্ছা করেন। তিনি অগ্রগামী হইলেন। তৎপরে আমি নিদ্রিত হইলাম। প্রভাতে মক্কা শরিফে প্রবেশ করিলাম কা'বা গৃহের তওয়াফ করিলাম, ছাফা ও মারওয়ায় ধাবমান হইয়া পীর আবুবকর কাত্তানীর নিকট উপস্থিত হইলাম, একদল পীর বোজর্গ তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত ছিলেন, আমি তাঁহাদিগকে ছালাম করিলাম। হজরত আবুবকর কাত্তানী আমাকে বলিলেন, তুমি কবে উপস্থিত হইয়াছ? আমি বলিলাম, এই মুহূর্ত্তে উপস্থিত হইয়াছি। তিনি বলিলেন, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? আমি বলিলাম, মদিনা শরিফ হইতে। তিনি বলিলেন, কয় দিবস হইল তুমি তথা হইতে বাহির হইয়াছ? আমি বলিলাম, গত রাত্রে। তাঁহারা ইহা শ্রবণ পূর্ব্বক একে অন্যের দিক দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। পীর আবুবকর বলিলেন, তুমি কাহার সহিত বাহির হইয়াছিলে? আমি বলিলাম, এক ব্যক্তির সহিত বাহির হইয়াছিলাম — যাহার অবস্থা ও ঘটনা এইরূপ। তিনি বলিলেন, ইনি পীর আবুজা'ফর দামেগানী, তাঁহার পক্ষে ইহা অতি সামান্য বিষয়। তৎপরে তিনি বলিলেন, তোমরা দণ্ডায়মান হও ও তাঁহার অনুসন্ধান কর। তিনি আমাকে বলিলেন, হে পুত্র, আমি জানি যে, ইহা তোমার অবস্থা নহে, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভূমিকে নিজের পদদ্বয়ের নিম্ন কিরূপ অনুভব করিয়াছিলে? আমি বলিলাম, নৌকার নিম্নস্থ তরঙ্গের ন্যায় অনুভব করিয়াছিলাম।

১৩। খায়ের নাছ্ছাজ (রঃ)

তাঁহার এক নাম আবুল হাছন ও দ্বিতীয় নাম মোহাম্মদ, ইনি এছমাইলের পুত্র, ছামোর্রার আদিবাসী, বাগদাদে অবস্থিতি করিতেন, আবু হামজা বাগদাদীর সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন, ছরি-ছাকতীর নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। তিনি ছরি-ছাকতির মুরিদ ও জোনাএদ বাগদাদীর

সমসাময়িক ছিলেন, দ্বিতীয় তবকাভুক্ত, নুরী, এবনো-আতা ও জারিরির পীর ছিলেন। এবরাহিম খাওয়াছ ও শিবলী উভয়ে তাঁহার মজলিশে তওবা করিয়াছিলেন, তিনি জোনাএদের সম্মান রক্ষার্থে শিবলীকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন, জোনাএদ বলিয়াছেন, খায়ের আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, তাহার বয়স ১২০ বৎসর হইয়াছিল, তিনি ৩২২ হিজরীতে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

নাছছাজ শব্দের অর্থ বস্ত্রবয়নকারী। শায়খোল-ইছলাম বলিয়াছেন, তিনি বস্ত্র বয়ন করিতেন না, বরং কথা বয়ন করিতেন।

জাফর খোলদী বলিয়াছেন, আমি খায়ের-নাছছাজকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যে, বস্ত্রবয়ন কি আপনার পেশা ছিল? তিনি বলিলেন, না। আমি বলিলাম, তবে লোকে আপনাকে নাছছাজ বলে কেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি খোদাওয়ান্দতায়ালার সহিত অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, কখনও তাজা খেজুর ভক্ষণ করিব না, একদিবস আমার নফছ আমার উপর পারাক্রান্ত হইল, কিছু সরস খেজুর লইয়া ভক্ষণ করিলাম, হঠাৎ দেখিতে পাইলাম যে,এক ব্যক্তি আমার দিকে নিরীক্ষণ পূর্ব্বক বলিল, হে পলাতক খায়ের। তাহার খায়ের নামক দাস পলায়ন করিয়াছিল, আমার আকৃতি উক্ত পলাতক দাসের আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল, লোকেরা সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল যে, খোদার শপথ এই ব্যক্তিই তোমার দাস। খায়ের বলিয়াছেন, আমি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া বুঝিতে পারিলাম যে, কি জন্য এই বিপদে নিক্ষিপ্ত হইলাম এবং নিজের অপরাধ অবগত হইলাম। উপরোক্ত দাসের প্রভু আমাকে উক্ত স্থানে লইয়া গেল — যে স্থানে তাহার অন্যান্য দাসেরা বস্ত্রবয়ন করিত এবং সে ব্যক্তি বলিল, হে দুষ্কর্মশীল দাস, তুমি নিজের মালিকের নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছ, আইস এবং তুমি ইতিপূর্ব্বে যে কার্য্য করিতে, তাহাই করিতে থাক। ইহাতে আমি বস্ত্র বয়নের

কারখানাতে (কর্ম্মালয়ে) বস্ত্র বয়ন করিতে আত্ম নিয়োগ করিলাম — যেন আমি শত বৎসর উক্ত কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলাম। চারি মাস তাহার নিকট অবস্থিতি করিয়া বস্ত্র বয়ন করিতে লাগিলাম। এক রাত্রে আমি দণ্ডায়মান হইয়া ওজু করতঃ ছেজদা যোগে বলিলাম, হে খোদাওয়ান্দ, আমি যে দোষ করিয়াছি, পুনরায় উহা করিব না। প্রভাতে উক্ত দাসের আকৃতি আমা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল আমি নিজের প্রকৃত আকৃতিতে পরিণত হইলাম এবং নিষ্কৃতি পাইলাম, এই বস্ত্র বয়নকারী নাম আমার উপর রহিয়া গেল, এই বস্ত্র বয়নকারী নামটি উক্ত অপরাধের জন্য আমার উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে — যে জন্য খোদা আমাকে শাস্তিগ্রস্ত করিয়াছেন। লোকেরা বলেন, তিনি ইহা ভালবাসিতেন যে, লোকে তাঁহাকে যেন খায়ের নাছছাজ (বস্ত্র বয়নকারী) নামে অভিহিত করে এবং তিনি বলিতেন, একজন মুছলমান আমার বস্ত্র বয়নকারী নাম রাখিয়াছে, উক্ত নাম পরিবর্ত্তন করা কিরূপে জায়েজ হইবে?

একজন লোক তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহাকে স্বপ্নযোগে দর্শন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন যে, খোদা তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, তুমি আমার নিকট এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিও না, কিন্তু আমি তোমার অপবিত্র দুনিইয়া হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছি।

আবুল হোছাএন মালেকী বলিয়াছেন, আমি খায়ের নাছছাজের মৃত্যু-যন্ত্রণার সময় তথায় উপস্থিত ছিলাম, মগরেবের নামাজের সময় উপস্থিত হইল, তিনি অচৈতন্য হইয়া গেলেন, যখন তিনি চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, তখন, গৃহের দ্বারের দিকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, তুমি দণ্ডায়মান হও, খোদা তোমাকে মার্জ্জনা করিবেন। একটু বিলম্ব কর, আমাকে একটু সময় দাও, তুমি খোদার আদিষ্ট, আমিও খোদার আদিষ্ট ও তাঁহার আদেশের অনুগত, তুমি খোদার যে আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছ, উহা ব্যর্থ হইবে না এবং

আমিও তোমার আয়ত্ত্বাধীনে আছি। আর আমার উপর যে নামাজের আদেশ হইয়াছে, উক্ত নামাজের জন্য সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আমি আশঙ্কা করিতেছি যে, উহা আমা কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তৎপরে তিনি পানি লইয়া ওজু করতঃ মগরেবের নামাজ পড়িলেন, পরে শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, এবং তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল।

১৪। পীর আবুবকর বেনে হাওয়ার বাতায়েহি (কোঃ)

পীর আবু মোহাম্মদ শাম্বকি বলিয়াছেন, পীর আবুবকর বেনে হাওয়ার (কোঃ) প্রথম জীবনে ইরাকের মরুপ্রান্তর সমূহে দস্যুদিগের নেতা ছিলেন, তিনি সহচরগণের সমভিব্যবহারে ঘাটী গুলিতে উপবিষ্ট থাকিতেন, লোকদিগের লুণ্ঠিত অর্থরাশী বন্টন করিয়া লইতেন। তিনি এক রাত্রে শ্রবণ করিলেন যে, একটি স্ত্রীলোক নিজের স্বামীকে বলিতেছে, তুমি এইস্থানে নামিয়া আইস যেন আবুবকর বেনে-হাওয়ার এবং তাহার সহচরগণ আমাদিগকে ধরিয়া লইয়া যায়। তৎশ্রবণে আবুবকর বেনে হাওয়ার মুগ্ধ হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন যে, লোকেরা আমার ভয় করিয়া থাকে, আর আমি খোদার ভয় করি না এবং সেই সময় তিনি তওবা করিলেন, তাঁহার সহচরগণ তওবা করিলেন, বিশুদ্ধ সঙ্কল্পে আল্লাহ তায়ালার ধেয়ানে নিমগ্ন হইয়া সেই স্থানেই বৈরাগ্য ভাব অবলম্বন করিলেন। তিনি স্থির করিলেন যে, তিনি নিজেকে এইরূপ পীরের হস্তে সমর্পণ করিবেন, যিনি তাঁহাকে খোদা প্রাপ্তির দরজায় পৌঁছইয়া দিতে পারেন। সেই সময় ইরাক প্রদেশে কোন প্রসিদ্ধ তরিকত পন্থী পীর ছিলেন, এক রাত্রে স্বপ্নযোগে তিনি (জনাব) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) ও (হজরত) আবুবকর (রাঃ) কে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ইয়া

রাছুলুল্লাহ, আমাকে খেরকা পরিধান করান, ইহাতে হজরত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, হে এবনো-হাওয়ার, আমি তোমার নবী, আর তিনি (হজরত) আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর দিকে ইশারা করিয়া বলিলেন যে, ইনি তোমার পীর। তৎপরে হজরত (সঃ) বলিলেন, হে আবুবকর, তুমি তোমার সমনামী এবনো হাওয়ারকে খেরকা পরিধান করাও। ইহাতে (হজরত) ছিদ্দিক (রাঃ) তাঁহাকে একখানা বস্ত্র ও একটি টুপি পরিধান করাইলেন, তাঁহার মস্তকে নিজের হস্ত স্থাপন করিলেন, তাঁহার ললাট স্পর্শ করিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ্ তোমার উপর বরকত নাজেল করুন। তৎপরে (হজরত) নবী (ছাঃ) বলিলেন, হে আবুবকর বেনে হাওয়ার, ইরাক প্রদেশে তোমার দ্বারা আমার উম্মতের তরিকত পন্থিদিগের নিয়মাবলী উহা বিলুপ্ত হওয়ার পরে সঞ্জীবিত করা হইবে, হকিকতপন্থী ও খোদা-প্রেমিকদিগের 'মিনারা' বিধ্বস্ত হওয়ার পরে স্থায়ী করা হইবে, তোমা কর্ত্তৃক ইরাক প্রদেশে কেয়ামত পর্য্যন্ত পীরত্বের 'ছেলছেলা প্রবর্ত্তিত থাকিবে তোমার প্রকাশে বেলাএতের জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইবে। তৎপরে তিনি জাগরিত হইয়া অবিকল বস্ত্র ও টুপিটি নিজের পরিধেয় প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার মস্তকে আব্ ছিল, উহা দেখিতে পাইলেন না, সমস্ত অঞ্চলে যেন বিঘোষিত হইল যে, নিশ্চয় এবনো-হাওয়ার ওলি-উল্লাহ হইয়া গিয়াছেন, ইহাতে প্রত্যেক অঞ্চল হইতে লোকেরা তাহার দিকে দ্রুতগতিতে ধাবিত হইতে লাগিল, তাহার খোদাতায়ালার নৈকাট্য লাভের লক্ষণগুলী প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং খোদার পক্ষ হইতে তাহার সংবাদ সকল ধারাবাহিক ভাবে প্রচারিত হইয়া গেল।

পীর আবু মোহাম্মদ শাম্বকী বলিয়াছেন, উক্ত পীর এবনো হাওয়ার মরুপ্রান্তরে ছিলেন, এমতাবস্থায় আমি তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, কতকগুলি ব্যাঘ্র তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, উহার কতক তাহার পদদ্বয়ের উপর মুখমণ্ডল ঘর্ষণ করিতেছে।

এক দিবস আমি তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ ব্যাঘ্র দেখিলাম যে, সে নিজের মুখমণ্ডলকে মৃত্তিকায় ঘর্ষণ করিতেছে যেন তাহার সহিত কথোপকথন করিতেছে এবং পীর ছাহেব উহার উত্তর প্রদান করিতেছেন।

যখন ব্যাঘ্রটি চলিয়া গেল, আমি তাহাকে বলিলাম, যে খোদা আপনাকে নেয়ামত প্রদান করিয়াছেন, তাহার শপথ স্মরণ করাইয়া বলিতেছি, আপনি এই ব্যাঘ্রের সহিত কি বলিলেন? আর ব্যাঘ্রই বা আপনাকে কি বলিল? তদুত্তরে পীর ছাহেব আমাকে বলিলেন, হে শাম্বকী, উক্ত ব্যাঘ্রটি আমাকে বলিল, আমি তিন দিবস কোন খাদ্য ভক্ষণ করি নাই, ক্ষুধা আমার ক্ষতি করিয়াছে, অদ্য রাত্র শেষে ফজরের সময় খোদার নিকট করুণ প্রার্থনা করিলাম, ইহাতে আমাকে বলা হইল যে, তোমার জীবিকা একটি গরু, তুমি হোমামিয়াতে উহা স্বীকার করিবে, কিন্তু একটি বিপদ তোমার উপর উপস্থিত হইবে। আমি উক্ত বিপদ হইতে আতঙ্কিত হইতেছি এবং জানি না, উক্ত বিপদ কি? আমি উহাকে বলিলাম, তোমার ডাহিন পার্শ্বদেশে ক্ষত হইবে, তুমি তজ্জন্য সাতদিবস পর্যন্ত বেদনাগ্রস্ত থাকিবে, তৎপরে উহার বেদনা দূরীভূত হইবে।

হে শাম্বকী, আমি লওহো-মহফুজে দৃষ্টিপাত করিয়াছি, গরুটি নিশ্চয়ই তাহার জীবিকা হইবে, যখন সে উহা ধরিতে যাইবে, হোমামবাসী ১১ জন লোক বাহির হইবে, তাহাদের মধ্যে তিন জন মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, প্রথম ব্যক্তির মৃত্যুর দুই ঘন্টা পরে দ্বিতীয় ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তৃতীয় ব্যক্তি দ্বিতীয় ৭ ঘন্টা পরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, তাহাদের একজন কর্তৃক ব্যাঘ্রের ডাহিন পার্শ্বদেশে জখম করা হইবে, সাত দিবস পরে ব্যাঘ্রটি সুস্থ হইয়া যাইবে।

পীর শাম্বকী বলিয়াছেন, আমি দ্রুতগতিতে হোমামিয়ার দিকে ধাবিত হইলাম, ব্যাঘ্রটি আমার পূর্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছিল, তথাকার ১১ জন

লোক বহির্গত হইল, তাহাদের একজন উক্ত ব্যাঘ্রের ডাহিন পার্শ্বদেশে কারী জখম করিয়া দিল, ব্যাঘ্রটি উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে গরুটি কাড়িয়া লইতেছিল অথচ তাহার জখম হইতে রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল। আমি রাত্রিকালে তাহাদের নিকট অবস্থিতি করিলাম, একজন ক্ষতগ্রস্থ লোক মগরেবেরসময় মরিয়া গেল, দ্বিতীয় ব্যক্তি এশার পরে মরিয়া গেল, তৃতীয় ব্যক্তি ফজরের সময় মরিয়া গেল। তৎপরে এক সপ্তাহ পরে উক্ত পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ব্যাঘটিকে তাঁহার সম্মুখে দেখিলাম যে, উহার জখম সুস্থ হইয়া গিয়াছে।

পীর মনছুর বলিতেন, ব্যাঘ্র ও সর্প সকল মরুপ্রান্তর অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রথমে পীর আবুবকর বেনে হাওয়ারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল, ইহার কারণ এই যে, যখন তিনি মরুপ্রান্তর ত্যাগ করতঃ শহর সমূহে অবস্থিতি করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তখন সর্প, ব্যাঘ্র, হিংস্র পক্ষী ও জ্বেন সকল তাঁহাকে পরিবেষ্ঠন করিয়া খোদার নাম স্মরণ করিয়া বলিল যে, তিনি যেন তথা হইতে প্রস্থান করিয়া না যান। ইহাতে উক্ত পীর ছাহেব উহাদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিলেন যে, উহারা যেন কেয়ামত পর্যান্ত তাহার কোন মুরিদ ও ভক্তকে যন্ত্রণা প্রদান না করে এবং দুনইয়ার শেষ দিবস পর্যান্ত তারারা যে কোন স্থানে থাকুন না কেন, উহারা যেন তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করে।

পীর মনছুর বলিয়াছেন, একজন স্ত্রীলোক মরুপ্রান্ত হইতে উক্ত পীর আবুবকরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার পুত্র সমুদ্রকূলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহা ব্যতীত আমার অন্য কেহই নাই, আর আমি খোদার শপথ করিয়া বলিতেছি যে, নিশ্চয়ই মহিমান্বিত আল্লাহ উক্ত পুত্রকে আমার দিকে পুনরুত্থিত করিয়া দিতে আপনাকে সক্ষম করিয়াছেন, যদি আপনি ইহা না করেন, তবে কেয়ামতে আল্লাহ ও রাছুলের নিকট আপনার সম্বন্ধে

হইয়াছিল, পর্ব্বতমালা চূর্ণ বিচূর্ণ হইতেছিল, অট্টালিকা সকল বিধ্বস্ত হইতেছিল, এবং লোকেরা চিৎকার করিতেছিল, পীর আবুবকর কয়েক দিবস দূর পথে ছিলেন, হঠাৎ তিনি তথায় উপস্থিত হইলেন, ইহাতে ভূমিকম্প রহিত গেল। লোকেরা পীর আবুবকরকে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা দেখিতে পাইলেন না। ওয়াছেত শহরে সেই সময় একজন সুফি লোক ছিলেন, তিনি সেই রাত্রে স্বপ্নযোগে দর্শন করিলেন যে, দুইজন ফেরেশতা আছমান হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, উভয়ের মধ্যে একজন দ্বিতীয়কে বলিলেন, এই জমি বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তৎশ্রবণে দ্বিতীয় ফেরেশতা বলিলেন, কিসে উক্ত জমিকে রক্ষা করিল? তদুত্তরে প্রথম ফেরেশতা বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা (পীর আবুবকর) এবনে হাওয়ারের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লোকদিগের উপর দয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং তাহাদের উপর রাজি হইলেন। পীর আবুবকর ভূমিকম্প নিবারণ করিতে অনুমতি প্রার্থী হইয়াছিলেন, ইহাতে আল্লাহ তাঁহাকে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। তখন তিনি সপ্তস্তর জমি ও পাতাল ভেদ করিয়া বহমুত নামক গরুর নিকট উপস্থিত হইয়া উহাকে বলিলেন, হে খোদার সেবক। সে বলিল, তুমি কোন ব্যক্তি? তিনি বলিলেন, আমি আবুবকর এবনো হাওয়ার তখন সে বলিল, আমি আদিষ্ট হইয়াছি, যে আমি তোমার বশ্যতা স্বীকার করিব এবং তোমার সমসাময়িকদিগের মধ্যে তোমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও বশ্যতা স্বীকার করিব না এবং সে স্থির হইয়া গেল।

এক দিবস তিনি মরুপ্রান্তরের একটি বিধ্বস্ত কূপে ওজু করিয়াছিলেন, ইহাতে উহার পানি অধিক ও সুমিষ্ট হইয়া যায়।

তিনি কুর্দ্দি সম্প্রদায়ের হাওয়ারি বংশের লোক ছিলেন, যখন তাহার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হইয়াছিল, অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিঃ তাঁহাকে পরিবেষ্টন

অনুযোগ উপস্থিত করিয়া বলিব, হে আমার প্রতিপালক, আমি উক্ত পীর ছাহেবের নিকট দুঃখিত অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছিলাম, আর তিনি আমার দুঃখ নিবারণ করিতে সক্ষম হইয়াও উহা করেন নাই। তৎশ্রবণে পীর ছাহেব মস্তক নত করিয়া বলিলেন, তুমি আমাকে দেখাইয়া দাও যে, তোমার পুত্র কোথায় নিমজ্জিত হইয়াছে। স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে সমুদ্রের কুলে লইয়া গেল, হঠাৎ তাহার পুত্র পানির উপরে মৃতবস্থায় ভাসিয়া উঠিল তখন পীর ছাহেব পানিতে সন্তরণ করতঃ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্কন্ধে বহন পূর্ব্বক তাহার মাতার নিকট সমর্পণ করিয়া বলিলেন, তুমি ইহাকে গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি তাহাকে জীবত প্রাপ্ত হইয়াছ, তৎপরে উক্ত স্ত্রীলোক তথা হইতে প্রস্থান করিল, তাহার পুত্র তাহার হস্তে হস্ত রাখিয়া তাহার সঙ্গে গমন করিতে লাগিল, যেন কোন বিপদ তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল না।

পীর আশহাব বলিয়াছেন, প্রাচীন বোজর্গগণের গত হওয়ার পরে ইরাকের প্রথম পীর আবুবকর বেনে হাওয়ার ছিলেন, অধিক পরিমাণ অদৃশ্য জগতের পুরুষগণ তাহার নিকট রাত্রে আগমন করিতেন, এই হেতু মরুপ্রান্তর আলোকে আলোকিত হইত। তিনি মকবুলে-বারগাহ ছিলেন, তিনি দোওয়া করিয়া বলিয়াছিলেন হে আল্লাহ, আমাদের চতুষ্পদ জন্তু, উদ্ভিদ ও জীবিকা সমূহে বরকত প্রদান কর, তাঁহার দোয়ার বরকতে জমি সমধিক উর্বরা, কল্যাণময়, শস্যপ্রসু ও চতুষ্পদের আবাস হইয়াছিল। যখন কোন পল্লী দুর্ভিক্ষ-গ্রস্ত হইত, তখন তথাকার অধিবাসীগণ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া অনুযোগ উপস্থিত করিলেন এবং ব্যারিপাতের আকাঙ্খা জানাইলে, তিনি বলিতেন, তোমরা নিজেদের পরিজনের নিকট উপস্থিত হও। তাহারা নিজেদের গৃহে পৌঁছিবার পূর্ব্বে বর্ষার পানিতে আর্দ্র হইয়া যাইতেন এবং সেই পল্লী ব্যতীত অন্য স্থানে বৃষ্টিপাত হইতনা, অনেক সময় বৃষ্টিপাত হইত। এক সময় ওয়াছেত নামক শহরে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প

করিতেছিল, যাহারা এই ব্যাপারে সুপরিচিত বা নিকটবর্ত্তী, কিম্বা ইহা হইতে অপরিচিত বা দুরবর্ত্তী সকলেই উক্ত জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন, উপস্থিত লোকেরা এরূপ তীক্ষ্ণ সৌরভে কল্যাণ লাভ করিয়াছিলেন যাহার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে নাই। যখন তিনি মৃত্যু প্রাপ্ত হইলেন মরুপ্রান্তরে চারিদিকে ক্রন্দন ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছিল, কিন্তু ক্রন্দনকারীদের রূপ পরিলক্ষিত হইতেছিল না, ইহা জ্বেন জাতিদের ক্রন্দন ধ্বনি ছিল।

তাঁহার বয়স অধিক হইয়াছিল, তথায় তাঁহার গোর প্রকাশ্য রহিয়াছে এবং লোকেরা উহার জিয়ারত করিয়া থাকেন।

১৫। পীর আবুবকর শাম্বকি

ইনি ইরাক প্রদেশের মহা অলৌকিক শক্তি ও কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন পীর ছিলেন, ইনি পীর আবুবকর বেনে হাওয়ারের মুরিদ ছিলেন এবং পীর আবুল অফা, পীর মনছুর, পীর আজ্জাজ, পীর আবুছা'দ, পীর মওহুব, পীর মাওয়াহেব ও পীর ওছমানের পীর ছিলেন, আলেমগণ ও পীরগণ একবাক্যে তাঁহার সম্মান করিয়াছেন, তাঁহার উন্নত মর্য্যাদার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, প্রত্যেক অঞ্চল হইতে তরিকতান্বেষিগণ দলে দলে তাঁহার দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন, তিনি সদাচারী, পবিত্র গুণাবলীতে গুণান্বিত সৌজন্যতার পূর্ণ আদর্শ, মহা-বুদ্ধিমান, অতি নত-নম্র অতিশয় লজ্জাশীল, সতত শরিয়তের আহকামের ও ছুন্নতের নিয়মাবলীর অনুসরণকারী, গুনশালী লোকদের মিত্র ও বিদ্বাণগণের সম্মানকারী ছিলেন। সর্ব্বদা তিনি এই পথের পথিক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রিপুর কামনা ও বাসনা তাহাকে উপরোক্ত কার্য্যাবলীতে শিথিলতা আনয়ন করিতে পারে নাই। তিনি হকিকত পন্থিদিগের রসণায় অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কথা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, এবাদতের মূল খোদা ভীরুতা, খোদা-ভীরুতার মূল গোনাহ গুলি হইতে বিরত থাকা (পরহেজ গারি করা) ও

নিশ্বাসের হিসাব গ্রহণ করা, নিশ্বাসের হিসাব গ্রহণ করার মূল আশা ও ভয়, আশা ও ভয়ের জ্ঞানলাভ করার অর্থ খোদার প্রতিশ্রুতি ও শাস্তির ভীতি জ্ঞানলাভ করা, উহার মূল গাঢ় গবেষণা (মোরাকাবা) করা ও অন্যের অবস্থা দেখিয়া উপদেশ গ্রহণ করা।

সুফি চরিত্রের অর্থ কষ্ট সহিষ্ণুতা, ক্রোধ কম করা ও দয়া বিতরণ করা। যে ব্যক্তি খোদার আহ্বান শ্রবণ না করে, খোদা কিরূপে তাহার দোয়া কবুল করিবেন? যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য বিষয়ের প্রেমে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে, সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মর্য্যাদা বুঝিতে পারে নাই।

যে ব্যক্তি নিজের অন্তরকে মোরাকাবা ও শুদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারা সজ্জিত করে, খোদা তাহার বাহ্যভাবকে কঠোর সাধ্যসাধনা ও ছুন্নতের অনুসরণ দ্বারা বিভূষিত করিয়া দেন।

আল্লাহতালার সহিত প্রীতি স্থাপন করার অর্থ লোকদিগের সংশ্রব ত্যাগ করা, মানব সংশ্রব ত্যাগ করার চিহ্ন নির্জ্জন স্থানগুলির দিকে ধাবিত হওয়া এবং জেকেরের মধুরতার নিমিত্ত বিচ্ছিন্ন হওয়া।

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার মহাশক্তি বুঝিতে না পারে, সে প্রকৃতপক্ষে খোদাকে চিনিতে পারিল না, কেননা যখন সে বুঝিতে পারে যে, নিশ্চয় খোদা তাহার নিকট যে সম্পদ রখিয়াছে তাহা কাড়িয়া লইয়া অন্যকে প্রদান করিতে পারেন এবং যে শ্রেষ্ঠত্ব তাহার ছিল না, তাহা তাহাকে প্রদান করিতে পারেন, নিশ্চয় সে ব্যক্তি খোদাকে চিনিয়াছে।

যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের বিশ্বাসকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, সে যেন লক্ষ্য করে যে, মহিমান্বিত খোদার প্রতিশ্রুতি ও মনুষ্যদিগের প্রতিশ্রুতি এতদুভয়ের মধ্যে কোনটির দিকে তাহার অন্তর আকৃষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার আদেশ প্রতিপালনে তাঁহার নিকট সাহার্য্য প্রার্থী হয় এবং আল্লাহতায়ালার আদবগুলি রক্ষণাবেক্ষণে তাঁহার সম্মানের

জন্য ধৈর্য্য-ধারণ করে, সেই ব্যক্তি উন্নত মর্য্যাদাধারী শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে।

যে ব্যক্তি আদব রক্ষার্থে নিজের রিপুকে (নফছকে) বাধ্য করিতে পারে, সে ব্যক্তি বিশুদ্ধভাবে আল্লাহতায়ালার এবাদত করিতে পারে।

নিজেদের নফছগুলি কামনা-বাসনা পূর্ণ করা মনুষ্যের খোদা প্রাপ্তির অন্তরাল স্বরূপ।

যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, সে আল্লাহতায়ালার নৈকট্য লাভ করিবে, তাহার অন্তর হইতে তাঁহা ব্যতীত প্রত্যেক বিষয়ের প্রেম-শূণ্য হইয়া যাইবে।

তরিকতপন্থীগণ নিজেদের নফছকে কঠোর সাধ্য সাধনার মধ্যে নিজেদের কামনা-বাসনা কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে এবং নিজেদের আগ্রহকে মোরাকাবার মধ্যে বিলীন করিয়া ফেলিয়াছেন তাহাদের কামনা-বাসনা মোশাহাদায় নিমগ্ন হইয়া থাকে।

তুমি যে ব্যক্তিকে দেখিবে যে, সে শরিয়তের এলমের বিপরীত কোন মা'রেফাতের দাবী করে, তোমরা তাহার নিকট গমন করিওনা।

যে ব্যক্তিকে দেখিবে যে, নেতৃত্ব ও সম্মানের আকাঙ্খা করে, তোমারা তাহার নিকট গমন করিও না এবং তাহাকে তোমার নিকট স্থান দিও না।

যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার গুপ্ততত্ত্বের অভিজ্ঞ বলিয়া দাবী করে, কিন্তু তাহার বাহ্যভাব শরিয়তের অনুকুল নহে, তাহাকে বেদয়াতি বলিয়া দোষান্বিত ধারণা করিও।

তুমি যাহাকে তাহার বন্ধুগণের সঙ্গলাভে শান্তিলাভ করিতে এবং নিজেকে পূর্ণ 'হাল' সম্পন্ন হওয়ার দাবী করিতে দেখিবে, তুমি তাহার

বুদ্ধির দোষের সাক্ষ্য প্রদান কর। যখন তুমি কোন মুরিদকে কবিতা শ্রবণ করিতে এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের দিকে আকৃষ্ট হইতে দেখ, তখন তাহার কল্যাণ প্রাপ্তির আশা করিও না।

যদি তুমি ক্ষুধায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন কর, তবু দুনইয়ার দিকে আকৃষ্ট দরবেশের সহিত বিনয় ভাব প্রকাশ করিও না, কেননা এইরূপ লোকের সহিত নম্রতা প্রকাশ করিলে, ৪০ প্রভাত অন্তর কঠিন হইয়া থাকে।

যে ব্যক্তি ছুন্নত সমেত ফরজগুলি সম্পন্ন করে, পরহেজগারি সহ হালাল বস্তু ভক্ষণ করে, বাহ্যভাব ও অন্তরকে নিষিদ্ধ বিষয় হইতে পবিত্র রাখে এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহার উপর ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় প্রকৃত ইমানের দরজায় উপস্থিত হইয়াছে।

তিনটি বিষয়ে অন্তর শুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে — দুনিয়া ত্যাগ করা, আল্লাহতায়ালার নির্দ্ধারিত জীবিকার উপর সন্তুষ্ট হওয়া এবং আখেরাতের এলমের অন্বেষণে সংলিপ্ত হওয়া।

পীর আবুল-অফা বলিয়াছেন, আবু মোহম্মদ শাম্বকি প্রথম অবস্থায় দস্যুতা করিতেন, এক রাত্রে তাঁহার সঙ্গীরা পীর আবুবকর হওয়ারের পল্লীতে একদল ব্যবসায়ীর পথ রুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করিতে ও তাহাদের টাকাকড়ি লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। যখন তাহারা প্রভাতে উক্ত পীর ছাহেবের পর্ণ কুটির অতিক্রম করিল, আবু মোহাম্মদ শাম্বকি তাহার সহচরগণকে বলিলেন, তোমরা চলিয়া যাও, নিশ্চয় পীর আবুবকর আমার অন্তরকে ধৃত করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে ডাহিন ও বামদিকে প্রস্থান করিয়া যাইতে সক্ষম হইতেছি না, সহচরেরা বলিল আমরাও আপনার সঙ্গে থাকিব এবং তাহাদের সঙ্গে যে ধনরাশি ছিল, তাহা নিক্ষেপ করিল। পীর আবুবকর তাঁহার শিষ্যগণকে বলিলেন, তোমরা আমার সমভিব্যাহারে

গমন কর, আমরা খোদার মকবুল লোকদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাহারা পীর ছাহেবের সঙ্গে রওয়ানা হইলেন, উক্ত দস্যুরা পীর ছাহেবকে দেখিয়া বলিতে লাগিল, হে আমাদের সৈয়দ অগ্রণী), আমাদের উদরে হারাম বস্তু ও আমাদের তরবারীতে রক্ত রহিয়াছে। তৎশ্রবণে পীর ছাহেব বলিলেন, তোমরা উক্ত গোনাহ্ কার্য্য ত্যাগ কর, তোমরা যে অবস্থায় আছো, ঐ অবস্থায় মকবুল হইয়াছ, তখন তাহারা তাঁহার হস্তে তওবা করিল। পীর আবুবকর তিন দিবস আবু মোহম্মদকে তরিকত শিক্ষা প্রদান করিতে আত্মনিয়োগ করিলেন, তৎপরে তিনি চতুর্থ দিবসে বলিলেন, হে আবু মোহাম্মদ তুমি হাদ্দাদিয়াতে গমন কর, তথায় উপবেশন করতঃ লোকদিগকে আল্লাহতায়ালার দিকে আহবান কর, তুমি পীরে-মোকাম্মেল হইয়া গিয়াছ। ইহাতে পীর আবু মোহাম্মদ নিজের পীরের আদেশ মতে হাদ্দাদিয়াতে উপস্থিত হইলেন। পীর আবু বকর বলিলেন, আবু মোহাম্মদ তিন দিবসে খোদা-প্রাপ্তি লাভ করিয়াছেন। কেহ পীর আবু মোহম্মদকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আপনি কিরূপে তিন দিবসে খোদাপ্রাপ্তি লাভ করিলেন? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি প্রথম দিবসে দুনইয়াত্যাগ করিয়াছিলাম, দ্বিতীয় দিবসে আখেরাত ত্যাগ করিয়াছিলাম এবং তৃতীয় দিবসে সমস্ত বিষয় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিশুদ্ধভাবে খোদার অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছি।

তাঁহার সমালোচনা ইরাকের প্রত্যেক অঞ্চলে প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িল, প্রত্যেক দূরপথ হইতে দর্শকেরা তাঁহার দর্শন লাভের জন্য আগমন করিতে লাগিল, তাঁহার খোদার নৈকট্য লাভের চিহ্ন প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ ধারাবাহিক প্রকাশিত হইতে লাগিল, আল্লাহতায়ালা তাহার দোয়াতে জন্মান্ধ শ্বেতকুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ও উন্মাদকে আরোগ্য প্রদান করিতেন, অল্প বস্তুতে বহু বরকত প্রকাশ করিতেন।

পীর মনছুর বলিয়াছেন, পীর আবু মোহম্মদ শাম্বকী মরুপ্রান্তরে উপবিষ্ট ছিলেন, শতাধিক পক্ষী তাহার উপর দিয়া উড্ডীয়মান অবস্থায় যাইতে তাহার চতুর্দ্দিকে অবতরণ করিল এবং উহারা সমস্ত শব্দ করিতে লাগিল। ইহাতে পীর ছাহের বলিলেন, হে আমার প্রতিপালক, এই পক্ষিগুলি আমার অন্তরের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়া দিল এবং তিনি তৎসমুদয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অকস্মাৎ উহারা মরিয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, হে খোদা, উহাদের মৃত্যু কামনা করি নাই তৎক্ষনাৎ পক্ষিগুলি জীবিত হইয়া উড়িয়া গেল।

তিনি একদল লোকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের সম্মুখে মদের পাত্র ও বাদ্যযন্ত্রগুলি দেখিতে পাইয়া বলিলেন হে খোদা, ইহাদিগকে পরকালে সুখ-স্বাচ্ছন্দ প্রদান করিও, তৎক্ষণাৎ উক্ত মদ পানি হইয়া গেল আল্লাহতায়ালা তাহাদের অন্তরে আতঙ্ক নিক্ষেপ করিলেন, তাহারা চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাদের চক্ষু হইতে অশ্রুবর্ষণ হইতে লাগিল। তাহারা মদের পাত্র ও বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চুর্ণ করিয়া ফেলিল, তাহারা বিশুদ্ধ তওবা করিল।

তাঁহার নিকট চর্ম্মের পাত্রে দুগ্ধ আনয়ন করা হইয়াছিল ইহাতে তিনি উক্ত চর্ম্ম খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়া বলিলেন, নিশ্চয় এই চর্ম্মটি যে ছাগলের ছিল, আল্লাহতা'লা উক্ত ছাগলটি আমার জন্য জীবিত করিয়া দিয়াছেন, সেই ছাগলটি আমাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছেন যে, সে জবাহ করা নহে, বরং মৃত। খোদা উহার চর্ম্মকে বাকশক্তি প্রদান করিয়াছেন, চর্ম্মটি আমাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছে যে, উহা দাবাগত (মসল্লা দ্বারা পরিস্কার) করা হয় নাই। ইহার অবস্থা অনুসন্ধান করা হইলে, তাহার কথা সত্য প্রতিপন্ন হইল।

পীর আদি বেনেল-হিতি বলিয়াছেন, আমি যখন প্রথমাবস্থায়

হাদ্দাদিয়াতে গমন করিতাম, শ্রবণ করিতাম যে, ফেরেশ্‌তাগণ শূণ্যমার্গে পীর আবু মোহম্মদ শাম্বকির বেলাএতের কথা ঘোষণা করিতেছেন, তাঁহাদিগকে দলে দলে সসম্মানে তাঁহাকে ছালাম করিতে দেখিলাম। এখন উহা ইরাকের সমস্ত অঞ্চল হইতে শ্রবণ করিতেছি। আমি যে কোন বিপদকে আছমান হইতে অবতীর্ণ হইতে দেখিতাম, যখন উহা হাদ্দাদিয়াতে উপস্থিত হইত খণ্ড খণ্ড হইয়া উপরের দিকে ধাবিত হইত।

পীর আবুছা'দ কিলবী বলিয়াছেন, কোন হাদ্দাদিয়া অধিবাসী তথায় একটি অট্টালিকা দৃঢ়ভাবে নির্ম্মাণ করিয়াছিল, উহা প্রস্তুত করিতে নির্মাতাদিগকে বেগার ধরিয়াছিল, সে পীর শাম্বকির একজন শিষ্যের উপর বিদ্রুপ করিয়াছিল, তাহার বহু অভিযোগ কর্ণগোচর হইতে লাগিল। পীর আবু মোহম্মদ শাম্বকি এক দিবস তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমরা পৃথিবী ও উহার মধ্যস্থিত বস্তুগুলির উত্তরাধিকারী, তৎক্ষণাৎ অট্টালিকাটির উপরি অংশ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং উহার ভিত্তিগুলি খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল। পীর ছাহেব বলিলেন, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন, তবে স্বতন্ত্র কথা, নচেৎ উহা কখনও উন্নত হইবে না। যখনই তাহারা দৃঢ় উহা করিতে চেষ্টা করিত, উহা ভূমিস্মাৎ হইয়া যাইত, তাহারা কখন ও উহার প্রাচীর উচ্চ করিতে পরিয়াছিল না।

তাঁহার একজন শিষ্য তাহাকে বলিয়াছিল, আপনি ছুলতানের নিকট একটি লোককে প্রেরণ করুন — যেন তিনি আমার অভাবগুলি মোচন করিতে আমাকে দান করেন। পরদিবস সেই শিষ্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিল, হে আমার অগ্রণী আপনি কি ছুলতানের নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছেন? পীর ছাহেব বলিলেন, আমি যে খোদার বান্দা, তাঁহাকে বলিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন, যত দিবস সে জীবিত থাকে, আমি তাহাকে অন্য কোন বান্দার মুখাপেক্ষী করিব না। তৎপরে যখন সে ক্ষুধার্ত্ত হইত,

খোদা তাহাকে তাহার খাদ্য প্রেরণ করিতেন, যখন তাহার বস্ত্রের আবশ্যক হইত, খোদা তাহার বস্ত্র প্রেরণ করিতেন, যখন তাহার রৌপ্যের আবশ্যক হইত, খোদা তাহাকে বিনা যাঞ্চায় তাহা প্রদান করিতেন, মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই অবস্থা ছিল।

১৬। হবিব বেনে ছলিম।

ইনি মেষপাল চরাইতেন, ইনি মহা উন্নত মর্য্যাদাধারী কারামত সম্পন্ন পীর ছিলেন, ইনি ছালমান ফার্সির শিষ্য ছিলেন, ইনি ফোরাতের উপকুলে উপবিষ্ট থাকিয়া নির্জ্জন বাস অবলম্বন করিয়াছিলেন। একজন পীর বলিয়াছেন, আমি এক সময় অরণ্যে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নামাজ পড়িতে ও একটি নেকড়ে বাঘকে তাঁহার মেষপালকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে দেখিয়া বলিলাম এই পীর সাহেবের পীরত্বের লক্ষণ দেখিতে পাইতেছি, কাজেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিব। তিনি নামাজ শেষ করিলে, আমাকে বলিলেন, হে পুত্র তুমি কি কার্য্যের জন্য আগমন করিয়াছ? আমি বলিলাম, আমি আপনার সাক্ষাৎ লাভের জন্য আগমন করিয়াছি, তিনি বলিলেন, খোদা তোমার কল্যাণ সাধন করুন। আমি বলিলাম, হে পীর ছাহেব, নেকড়ে ব্যাঘ্রকে মেষপালের রক্ষক দেখিতেছি, তিনি বলিলেন, ইহার কারণ এই যে, মেষের রাখাল খোদার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছে। ইহা বলিয়া কাষ্ঠের পাত্র প্রস্তরের নিম্নদেশে স্থাপন করিলেন, দুইটি ঝরণা উক্ত প্রস্তর হইতে প্রবাহিত হইল — একটি দুগ্ধের অপরটি মধুর। তিনি আমাকে উহা পান করিতে বলিলেন, আমি বলিলাম, পীর ছাহেব আপনি এই পদ-মর্য্যাদা কিরূপে পাইলেন? তিনি বলিলেন, হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অনুসরণ করায় ইহা প্রাপ্ত হইয়াছি, হে পুত্র, হজরত মুছা (আঃ) এর উম্মতগণ তাঁহার অবাধ্য হইয়াও প্রস্তর হইতে পানি পাইতেন, আর তাঁহা অপেক্ষা দরজায় শ্রেষ্ঠতর হজরত মোহাম্মদ (ছাঃ) এর অনুসরণ করিয়া প্রস্তর হইতে মধু

ও দুগ্ধ পাইব না কেন?

আমি বলিলাম, আমাকে কিছু উপদেশ প্রদান করুন, তিনি বলিলেন, তুমি অন্তরকে লোভের কেন্দ্র ও উদরকে হারামের পাত্র করিও না, এই দুই বিষয়ে লোকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

১৭। পীর হবিবে আজামী

তিনি মহা কারামত-সম্পন্ন ওলি ছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে মহা ধনবান ছিলেন, বাসরাবাসীদিগের টাকা কর্জ্জ দিয়া সুদ গ্রহণ করিতেন, তিনি দৈনিক টাকার তাগাদা করার উদ্দেশ্যে খাতকদিগের নিকট গমন করিতেন, তিনি টাকা আদায় করিতে না পারিলে, সময় নষ্ট হওয়ার ক্ষতিপূরণ আদায় করিয়া লইতেন, তদ্বারা তিনি জীবন অতিবাহিত করিতেন। এক দিবস তিনি এক জনের বাটিতে তাগাদা করণেচ্ছায় গমন করিয়াছিলেন, সে বাটিতে ছিল না, তাহার স্ত্রী বলিল, আমার স্বামী বাটিতে নাই, আমার নিকট দেনা পরিশোধ করার যোগ্য অন্য কিছু নাই, কেবল একটি মেষ জবাহ করিয়াছেন, উহার সমস্ত মাংস ব্যয় হইয়া গিয়াছে, কেবল উহার গ্রীবা দেশের মাংস বাকী রহিয়াছে, যদি আপনি বলেন, তবে উহা আপনাকে প্রদান করিতে পারি। তিনি বলিলেন, তাহাই গ্রহণ করিব।

তিনি মেষের মস্তক লইয়া বাটিতে উপস্থিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, এই মস্তকটি সুদের বাবদ প্রাপ্ত হইয়াছিল, তুমি উহা রন্ধন কর। স্ত্রী বলিল, কাঠ নাই, ময়দা নাই, কি করিয়া রুটি প্রস্তুত করিব? তিনি উহা শ্রবণ পূর্ব্বক অন্যান্য খাতকদিগের নিকট হইতে কাষ্ঠ ও ময়দা আনয়ন করিলেন। স্ত্রী মস্তকের মাংস রন্ধন করিয়া ও রুটি প্রস্তুত করিয়া পিয়ালাতে বাহির করিবার ইচ্ছা করিল, এমতাবস্থায় একজন ভিক্ষুক উপস্থিত হইয়া যাচ্ঞা করিল, কিন্তু তিনি বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও এখন তোমাকে কিছু প্রদান

করার উপযুক্ত কোন বস্তু নাই, যদি আমরা তোমাকে কিছু প্রদান করি, তবে ইহাতে তুমি ধনী হইতে পারিবে না, বরং আমরা দরিদ্র হইয়া যাইব। ভিক্ষুক নিরাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল, যখন তাঁহার স্ত্রী মাংস বাহির করার চেষ্টা করিল, তখন রন্ধন পাত্রের মধ্যে মাংসে স্থলে রক্ত পরিপূর্ণ হইতে দেখা গেল। সে নিজের স্বামীকে (হজরত হবিবে আজামিকে) ডাকিয়া বলিল, দেখ তোমার অমঙ্গল ও দুরদৃষ্টের কি ফল হইয়াছে? তিনি উহা দর্শন করতঃ প্রভম্বিত হইয়া স্ত্রীকে বলিলেন, তুমি সাক্ষী থাক, আমি অদ্য হইতে সমস্ত কুকার্য্য হইতে তওবা করিলাম। তিনি দ্বিতীয় দিবস এই উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন যে, খাতকদিগের নিকট হইতে মূলধন গ্রহণ করিবেন এবং সুদ ত্যাগ করিবেন। উহা জুমার দিবস ছিল, বালকেরা পথিমধ্যে ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়া বলিল, তোমরা দেখ, সুদখোর হবিব আজামী আসিতেছেন, তোমরা দূরে যাও, যেন তাঁহার পদতলের ধূলি আমাদের উপর পতিত না হয়, নতুবা আমরা হতভাগ্য হইয়া যাইব। তিনি ইহা শ্রবণ করতঃ মনঃক্ষুন্ন হইলেন। তৎপরে তিনি হজরত হাছান বাছরী (রঃ) নিকট উপস্থিত হইলেন। উক্ত হজরত তাহাকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিলেন যে, তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং নিজের কৃত কার্য্যকলাপ হইতে দ্বিতীয়বার তওবা করিলেন, যখন তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, পথিমধ্যে একজন খাতকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়ায় সে পলায়ন করিতে লাগিল। ইহাতে তিনি বলিলেন, তুমি এখন আমা হইতে পলায়ন করিও না, বরং আমাকে তোমা হইতে পলায়ন করা উচিত। তৎপরে তিনি গৃহের দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, পথিমধ্যে উক্ত বালকদিগকে দেখিলেন যে, তাহারা পরস্পরে বলিতেছে, সকলেই দূরে যাও, এক্ষণে হবিব তওবা করিয়া আসিতেছে, এমন না হয় যে, আমাদের ধূলি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং এজন্য আল্লাহতায়ালা আমাদিগকে দুষ্কর্মশীল দলের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। হজরত হবিবে আজমী ইহা শ্রবণে

খোদার দরবারে করুণ স্বরে বলিলেন, হে খোদা, তোমার মহাশক্তি এই যে, আমি অদ্যই তওবা করিয়াছি, আর তুমি অদ্যই আমার সুযশ লোকদের মুখে প্রকাশ করিয়া দিলে! তৎপরে তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে, কেহ আমার নিকট ঋণী থাকে, অদ্যই আগমন করিয়া নিজের ঋণপত্র (খত) আমার নিকট হইতে ফিরাইয়া লও। ইহা ব্যতীত তিনি নিজের সমস্ত অর্থ খোদার পথে বিতরণ করিয়া দিলেন। যখন তাঁহার নিকট কিছু থাকিল না, এক ব্যক্তি তাঁহার পিরহানটি যাচ্‌চা করিলে তিনি উহা তাহাকে খুলিয়া দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি তাঁহার স্ত্রীর চাদরটি যাচ্‌চা করিলে, তিনি উহা তাহাকে প্রদান করিলেন। তিনি ফোরাতের উপকূলে খানকা প্রস্তুত করতঃ তথায় খোদার এবাদতে আত্মনিয়োগ করিলেন, তাঁহার নিয়ম এই ছিল যে, তিনি দিবাভাগে হজরত হাছান বাছারির নিকট এলম শিক্ষা করিতেন, আর রাত্রিকালে খোদার এবাদতে নিমগ্ন থাকিতেন। তিনি কোর-আন শরিফ বিশুদ্ধ পড়িতে পারিতেন না, এই হেতু আজামি নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। একদিবসে তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিয়াছিলেন, আপনি পানাহারের চিন্তা করুন। তিনি বলিলেন, হাঁ শ্রমিকের কার্য্য করিতে যাইতেছি। সমস্ত দিবস আল্লাহ তায়ালার এবাদত করিয়া রাত্রে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, স্ত্রী বলিলেন তুমি কিছু আনয়ন কর নাই?

তিনি বলিলেন, আমি যাহার চাকুরি করিয়াছি, তিনি মহা দানশীল, তাহার দানশীলতার খাতিরে আমার যাচ্‌চা করার সাহস হয় নাই। তিনি বলিয়াছেন, দশ দিবসের পরে যখন তোমার আবশ্যক হইবে, তখন একেবারে তোমার বেতন প্রদান করিব। দশ দিবস অতীত হইলে, তিনি চিন্তাযুক্ত হইলেন যে, অদ্য গৃহে কি লইয়া যাইব? তিনি এই চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, এদিকে আল্লাহ এক বস্তা ময়দা, একটি জবাহ করা ছাগল, ঘৃত, মধু ও তিনশত দেরহাম একজন অদৃশ্য জগতের পুরুষের হস্তে তাহার গৃহে

প্রেরণ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন হবিব প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন যেন তাহাকে বলা হয় যে, তিনি যেন কার্য্যে উন্নতি করে, তাহা হইলে আমি তাহার পারিশ্রমিক অপেক্ষাকৃত অধিকতর প্রদান করিব। যখন তিনি গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন, খাদ্যের ঘ্রাণ প্রাপ্ত হইলেন, যখন তিনি গৃহে প্রবেশ করিলেন, স্ত্রী সমস্ত ঘটনা ও সুসংবাদ বর্ণনা করিল। তিনি ধারণা করিলেন যে খোদাতায়ালা দশ দিবসের এবাদতে আমাকে এইরূপ বিনিময় প্রদান করিয়াছেন, যদি তদপেক্ষা অধিকতর এবাদত করি, তবে না জানি কি পরিমাণ বিনিময় প্রদান করিবেন। তৎপরে একেবারে সংসার বিরাগী হইয়া খোদার জেকরে সংলিপ্ত হইলেন এবং বাক্সিদ্ধ হইয়া গেলেন, তাহার দোয়ায় বহুলোক লাভবান হইয়াছিলেন। একটি স্ত্রীলোক রোদন করিতে করিতে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল আমার পুত্র হারাইয়া গিয়াছে, আমি তাহার বিচ্ছেদে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। তিনি বলিলেন, তোমার নিকট কিছু আছে কি? সে বলিল, দুইটি দেরহাম আছে? তিনি তাহার নিকট হইতে উহা গ্রহণ করিয়া দরিদ্রদিগকে বিবতরণ করিয়া দিলেন এবং দোয়া করিয়া বলিলেন, তুমি যাও, তোমার পুত্র প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সে গৃহে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে নিজের পুত্রকে প্রাপ্ত হইয়া রোদন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, তুমি কোথায় ছিলে? কিরূপে আসিলে? সে বলিল, আমি কেরমানে ছিলাম, আমার শিক্ষক আমাকে মাংস ক্রয় করা উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন অকস্মাৎ একটি বায়ু আসিয়া আমাকে উড়াইয়া আনিয়াছে, আমি শ্রবণ করিয়াছি, কোন ব্যক্তি বলিতেছে, হে বায়ু, ইহাকে উড়াইয়া লইয়া ইহার গৃহে পৌঁছাইয়া দাও।

ইহা হজরত হবিবে-আজামির দোয়া ও ছদকার বরকতে হইয়াছিল, এইরূপ এক নিমেষে বিলকিছের সিংহাসন হজরত ছোলায়মান (আঃ) এর নিকট নীত হইয়াছিল। লোকে হজরত হবিবে-আজামিকে ৮ই জেলহজ্জ

তারিখে বাছরাতে এবং উহার ৯ই তারিখে আরাফাতে দেখিতে পাইতেন।

একবার তিনি কয়েকখানা বস্ত্র পথিমধ্যে রাখিয়া গোছল করিতে নদীতে নামিয়াছিলেন, হজরত হাছান বাছারি তথায় উপস্থিত হইয়া তাহার বস্ত্র দেখিয়া চিনিতে পারিলেন, পাছে উহা চোরে লইয়া যায়, এই ধারণায় তথায় দণ্ডায়মান হইয়া রক্ষণা-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পীর হবিব উপস্থিত হইয়া হজরত হাছান বাছারির দণ্ডায়মান হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, তোমার বস্ত্রগুলি দেখিয়া চিনিতে পারিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলাম, তুমি কাহার উপর নির্ভর করিয়া এই স্থানে বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলে? যদি কেহ আত্মসাৎ করিত তবে কি হইত? তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি উক্ত খোদার উপর নির্ভর করিয়া বস্ত্রগুলি ত্যাগ করিয়াছিলাম — যিনি আপনাকে উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।

এক দিবস হজরত হাছান বাছারি (রঃ) তাহার বাটিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি একখানা যবের রুটি কয়েক খণ্ড আস্ত লবণ অতিথি সেবারূপে তাহার সমক্ষে উপস্থিত করিলেন। যখন তিনি উহা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এমতাবস্থায় একজন ভিক্ষুক ভিক্ষা চাহিল। হজরত হবিব উক্ত রুটিখানা তাহার সম্মুখ হইতে উঠাইয়া ভিক্ষুককে প্রদান করিলেন। হজরত হাছান (রঃ) বলিলেন, হে হবিব, তুমি উত্তম লোক, ইহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি তোমার কিছু পরিমাণ এলম থাকিত, তবে উত্তম হইত। তুমি জান না, অতিথির সম্মুখ হইতে সমস্ত রুটি লইয়া ভিক্ষুককে প্রদান করা উচিত নহে, বরং উহার একাংশ প্রদান করা উচিত ছিল। হজরত হবিব নিস্তব্ধ থাকিলে, অল্পক্ষণের মধ্যে একটি গোলাম মস্তকে খাঞ্চা লইয়া উপস্থিত হইল, উহাতে প্রত্যেকে উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট খাদ্যসামগ্রী ও ৫ শত দেরহাম ছিল। তিনি দেরহামগুলি দরিদ্রদিগকে দান

করিলেন এবং খাদ্য সামগ্রী হজরত হাছানের সম্মুখে রাখিয়া উভয়ে ভক্ষণ করিলেন, খাদ্য ভক্ষণ শেষ করিয়া তিনি হজরত হাছানকে বলিলেন, আপনি অতি সৎলোক যদি আপনার দৃঢ় বিশ্বাসের পদ লাভ হইত, তবে অতি উত্তম হইত।

এক সময় হজরত হাছান বাছারি (রঃ) হজরত হবিবের বাটিতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তিনি নামাজ আরম্ভ করিয়াছেন। হজরত হাছান শ্রবণ করিলেন যে, হজরত হবিব ছুরা ফাতেহাতে ভুল করিতেছেন। তিনি এই ধারণায় যে এইরূপ ভ্রমকারীর পশ্চাতে এক্তেদা ছহিহ হইবে না, পৃথক ভাবে নামাজ পড়িয়া লইলেন। হজরত হাছান সেই রাত্রেই স্বপ্নযোগে খোদাতায়ালার দর্শন লাভে গৌরবান্বিত হইয়া বলিলেন, হে খোদা, কি কার্য্যে তোমার সন্তুষ্টি লাভ হইয়া থাকে? খোদা বলিলেন, তুমি উহার সুযোগ লাভ করিয়াও মর্য্যাদা বুঝিতে পারিলেন না। হজরত হাছান বলিলেন, উহা কি বিষয় ছিল? খোদা বলিলেন, যদি তুমি হবিবের নামাজে এক্তেদা করিতে, তবে তোমার পক্ষে জীবন ব্যাপী নামাজ অপেক্ষা সমধিক শ্রেষ্ঠ হইত। তুমি বাহ্য এবাদতের দোরোস্ত হওয়ার চিন্তা করিলে এবং অন্তরের নিয়তের চিন্তা করিলে না, শব্দ সমূহের শুদ্ধ হওয়ার দরজা অন্তরের নিয়তের দোরস্ত হওয়ার দরজা অপেক্ষা কম।

এক সময় হজরত হাছান বাছারি (রঃ) হাজ্জাজের পিয়াদাগণ হইতে পলায়ন করতঃ হজরত হবিবের এবাদত গৃহে লুক্কায়িত হইলেন। পিয়াদারা হজরত হবিবের নিকট তাঁহার সন্ধান জিজ্ঞাসা করিল, তিনি বলিলেন, হজরত হাছান আমার এবাদত গৃহে আছেন। তাহারা উক্ত গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া তদন্ত করিল কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল না। অগত্যা তাহারা তথা হইতে বাহিরে চলিয়া গেল। হজরত হাছান বলিয়াছেন, ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার যে, পিয়াদারা সাতবার আমার গাত্রে হস্ত রাখিয়াছিল, কিন্তু আমাকে দেখিতে পাইল না। তাহারা হজরত হবিবকে বলিল, হাজ্জাজ

তোমাকে মিথ্যা বলার শাস্তি প্রদান করিবেন। তিনি বলিলেন, হজরত হাছান আমার সঙ্গে এবাদত গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমি তোমাদিগকে বলিয়াদিলাম, এক্ষণে যদি তোমারা তাঁহাকে দেখিতে না পাও, তবে আমার কি দোষ? তাহারা পুনরায় উক্ত গৃহ সন্ধান করিল, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া অগত্যা ফিরিয়া গেল। হজরত হাছান বাহিরে আগমন পূর্ব্বক হজরত হবিবকে বলিলেন, তুমি শিক্ষকের মর্য্যাদা ও হকের প্রতি লক্ষ্য করিলে না এবং আমার সন্ধান বলিয়া দিলে? হজরত হবিব বলিলেন, আমি সত্য কথা বলিয়াছিলাম এই হেতু আপনি নিস্কৃতি পাইলেন। যদি আমি মিথ্যা কথা বলিতাম, তবে আপনি ধৃত হইয়া যাইতেন। হজরত হাছান বলিলেন, তুমি কি পাঠ করিয়াছিলে, যাহাতে পিয়াদারা আমাকে দেখিতে পাইল না।

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, দুইবার আয়তল কুরছি, দশবার ছুরা এখলাছ এবং দশবার ছুরা বাকারের শেষ কয়েক আয়ত 'আমানার-রাছুলো' শেষ পর্য্যন্ত। আর আমি খোদার নিকট দোওয়া করিয়াছিলাম যে, হে খোদা, আমি হাছানকে তোমার উপর সমর্পন করিলাম তুমি তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ কর।

একবার হজরত হবিব দেজলার উপকূলে হজরত হাছানের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় গমন করিতেছেন? তিনি বলিলেন, নৌকার উপর আরোহন পূর্ব্বক নদীপারে যাইব, নৌকার অপেক্ষায় দণ্ডায়মান আছি। হজরত হবিব বলিলেন, আপনি অন্তর হইতে হিংসা ও দুনইয়ার আসক্তি দূর করিয়া, বিপদরাশিকে লুণ্ঠিত দ্রব্যের ন্যায় ধারণা করিয়া এবং খোদার প্রতি নির্ভরশীল হইয়া পানির উপর দিয়া পার হইয়া যান। ইহা বলিয়া তিনি নদী পার হইয়া গেলেন। হজরত হাছান ইহা দর্শনে স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন, তাঁহার চৈতন্য লাভের পরে

লোকেরা ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিয়াছিলেন, হবিব আমার নিকট এলম শিক্ষা করিয়াছে, এখন আমাদের উপদেশ প্রদান করতঃ নিজে নদী আতিক্রম করিয়া গেল। আমি এই ভয়ে অচৈতন্য হইয়া গিয়াছিলাম যে, যখন কেয়ামতের দিবস পোল-ছেরাত অতিক্রম করার আদেশ করা হইবে, তখন যদি আমি এইরূপ অক্ষম হইয়া পড়ি, তবে কি উপায় হইবে?

হজরত হাছান পুনরায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তুমি এই দরজা কিরূপে লাভ করিয়াছ? তিনি বলিয়াছিলেন, আপনি কাগজ কাল করিয়া থাকেন, আর আমি অন্তর পরিস্কার (সাদা) করিয়া থাকি।

এক দিবস এমাম শাফেয়ি ও এমাম আহমদ (রঃ) হজরত হবিবকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, এমাম আহমদ বলিলেন, আমি ইহাকে একটি প্রশ্ন করিব। এমাম শাফেয়ী বলিলেন, এই খোদা-প্রাপ্ত লোকদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, কেননা ইহাদের গন্তব্য পথ পৃথক। এমাম আহমদ তাঁহার কথা মান্য না করিয়া হজরত হবিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যাহার পাঞ্জগানা নামাজের মধ্যে কোন এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা হইয়া গিয়াছে তাহার কি করা কর্ত্তব্য? তিনি বলিলেন, যেহেতু সে খোদা হইতে উদাসীন হইয়া বে-আদব হইয়াছে, এই হেতু পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়িয়া লইবে। ইমাম শাফেয়ি এমাম আহমদকে বলিলেন, এই হেতু আমি তাঁহার নিকট কিছু জিজ্ঞাসা করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম।

১৮। পীর আদি বেনে মোছাফের (রহঃ)

তিনি মহা অলৌকিক কার্য্য-সম্পন্ন পীর ছিলেন, ইনি তরিকত পথের অগ্রণী ছিলেন, তিনি কঠোর সাধনা দ্বারা এরূপ অপূর্ব্বদুর্গম ও দুর্ল্লভ পথে

আরোহণ করিয়াছিলেন — যাহা বহু ওলির পক্ষে অসম্ভব হইয়া থাকে। হজরত পীরান-পীর ছাহেব তাঁহার বহু প্রসংসা করিতেন এবং বলিতেন, খোদার অনুগ্রহ ব্যতীত নবয়ুত লাভ হয় নাই, নবয়ুতের পরিসমাপ্তি হইয়া গিয়াছে, যদি নবয়ুতের দ্বার উদ্ঘাটিত থাকিত এবং উহা কঠোর সাধনা দ্বারা লাভ করা সম্ভব হইত, তবে আদি বেনে মোছাফের উহা প্রাপ্ত হইতেন। পীর আবদুল্লাহ বাতায়েহি বলিয়াছেন, আমি উক্ত হজরতের নিকট ৫ বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলাম, লালশ নামক স্থানে তাঁহার সহিত নামাজ পড়িয়াছিলাম, যখন তিনি ছেজদা করিতেন, তাঁহার মস্তিস্ক হইতে শব্দ শুনা যাইত। তিনি প্রথমতঃ একাকী ময়দান, পাহাড় ও গুহার মধ্যে থাকিয়া অনেক দিবস যাবৎ কঠোর সাধনা করিতেন। উক্ত স্থান সমূহে হিংস্র জীব, সর্প ও যাবতীয় সরিসৃপ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

পীর ইয়াকুব আরবেলী বলিয়াছেন, আমি তিন বৎসর হাকার, লেবানান, ইরাক ও আজমের পর্ব্বত সমূহে একাকী ভ্রমণ করিতাম আমার উপর আত্মিক ভাবগুলি উপস্থিত হইত, আমার উপর বায়ু প্রবল বেগে প্রবাহিত হইত, এমনকি বালুকণা ইত্যাদি আবর্জ্জনাতে আমার চর্ম্মের উপর দ্বিতীয় একখানা পরদা পড়িয়া গিয়াছিল। একটি নেকড়ে ব্যাঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সহাস্য মুখে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার সমস্ত চর্ম্ম চাটিতে লাগিল — যেন উহা খর্জ্জুর বৃক্ষের মাথির (মস্তকের শাঁসের) ন্যায় হইয়া গেল। তৎপরে নেকড়েটি চলিয়া গেলে, আমার অন্তরে গরিমা উপস্থিত হইল।

ইহার পরে এক সময় উক্ত ব্যাঘ্রটি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিরস বদনে ক্রোধান্বিত ভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার উপর প্রস্রাব করিয়া চলিয়া গেল। তখন আমি একটি প্রস্রবণে গোছল করিয়া পর্ব্বতমালার মধ্যদেশে একটি ময়দানস্থিত চুড়ার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তথা হইতে প্রত্যেক

দিক হইতে মনুষ্যালয় ১০ দিবসের পথ ছিল, আমার নিকট কোন লোক উপস্থিত হইত না এবং আমি কোন বস্তুর শব্দ শ্রবণ করিতাম না। আমার মনে এই চিন্তা উদয় হইল যে, যদি আল্লাহ্ আমার নিকট কোন ওলিকে প্রেরণ করিতেন, তবে ভাল হইত। হঠাৎ পীর আদিবেনে মোছাফের আমার এক পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু তিনি আমাকে ছালাম করিলেন না। আমি তাহার ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলাম, তৎপরে মনে মনে বলিলাম, তিনি কেন আমাকে ছালাম করিলেন না। অমনি তিনি আমাকে বলিলেন, যে ব্যক্তির উপর নেকড়ে ব্যাঘ্রে প্রস্রাব করিয়া যায়, আমি তাঁহাকে ছালাম করি না এবং মারহাবা বলিনা। তৎপরে বিদেশে আমার উপর যাহা যাহা সংঘটিত হইয়াছিল এবং আমার অন্তরে যাবতীয় বিষয় এবং আমার মনে যাহা কিছু উদয় হইয়াছিল তিনি তন্ন তন্ন ভাবে এক একটি করিয়া সমুদয় উল্লেখ করিলেন, এমন কি, যে বিষয়গুলি আমি ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তৎসমস্ত তিনি বর্ণনা করিলেন। তৎপরে আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আমি এই চুড়ার মধ্যে বৈরাগ্য ব্রত অবলম্বন করিতে বাসনা রাখি, এক্ষণে যদি আমার নিকট খাদ্য ও পানীয় ও বস্ত্র থাকিত, তবে উত্তম হইত। তৎপরে পীর আদিবেনে মোছাফের উক্ত চুড়ার মধ্যস্থিত প্রস্তর দ্বয়ের উপর দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে এক খন্ড প্রস্তরের উপর পদাঘাত করিলেন, ইহাতে উহা হইতে একটি ঝরণা প্রবাহিত হইল — যাহার পানি নীল নদীর তুল্য সুমিষ্ট। তৎপরে তিনি দ্বিতীয় প্রস্তরের উপর পদাঘাত করিলেন, ইহাতে তৎক্ষণাৎ উহা হইতে একটি আঙ্গুর বৃক্ষ উৎপন্ন হইল, তৎপরে তিনি উক্ত বৃক্ষটিকে বলিলেন, হে বৃক্ষ, আমি আদিবেনে মোছাফের, তুমি আল্লহতায়ালার আদেশে এক দিবস মিষ্ট আঙ্গুর এবং দ্বিতীয় দিবস অম্ল আঙ্গুর প্রদান কর এবং তিনি আমাকে বলিলেন, হে ইছরাইল, তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর, এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ এবং এই ঝরণার পানি পান

কর। যখন তুমি আমার সাক্ষাৎ কামনা করিবে। আল্লাহতায়ালার নামের অছিলায় আমার উপস্থিতির দোয়া করিবে, আমি উপস্থিত হইয়া যাইব। আমি কয়েক বৎসর যাবৎ তথায় অবস্থিতি করিতাম। এক দিবস উক্ত বৃক্ষের মিষ্ট আঙ্গুর এবং দ্বিতীয় দিবস উহার অম্ল আঙ্গুর ভক্ষণ করিতাম। যখনই আমি আল্লাহতায়ালার নামের অছিলায় তাঁহার সাক্ষাৎ কামনা করিতাম, তাহাকে আমার নিকট উপস্থিত দেখিতাম। তাহার অনুপস্থিতিতে যাহা আমার অন্তরে উদয় হইত, তিনি তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিতেন। কয়েক বৎসর পরে আমি লালেশ নামক স্থানে তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম, এক রাত্রে তাহার নিকট অবস্থিতি করিলাম, তিনি নিজের নিশ্বাস (তাওয়াজ্জোহ) দ্বারা আমাকে দগ্ধীভূত করিয়া দিলেন, ইহাতে আমি ৪০ দিবস শীতল পানি দ্বারা গোছল করিতে লাগিলাম। তাহার তাওয়াজ্জোহ কর্ত্তৃক আমার অন্তরে কঠোর অগ্নি অনুভব করিতাম।

একবার আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক এবাদানের দিকে রওয়ানা হইলাম, সেই সময় তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, যখন তুমি কোন হিংস্র জন্তু দেখিয়া ভীত হইবে, তখন তাহাকে বলিবে, পীর আদিবেনে মোছাফের হুকুম করিয়াছেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হুকুমে আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। তৎক্ষণাৎ সে মস্তক নত করিয়া চলিয়া যাইবে। আর যখন সমুদ্রের তরঙ্গের ভয়ে ভীত হও, তখন, বলিবে, হে তরঙ্গমালা, পীর আদিবেনে মোছাফের বলিতেছেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হুকুমে স্থির হইয়া যাও। আমি কোন ব্যাঘ্রকে দেখিয়া কিম্বা সমুদ্রের তরঙ্গে ভীত হইয়া উক্ত কথা বলিলেই ব্যাঘ্র ও তরঙ্গ ঐরূপ করিত।

পীর আদিবেনে মোছাফেরের একজন খাদেম বলিয়াছেন, আমি ৭ বৎসর তাহার খেদমতে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার বহু অলৌকিক কার্য্য দর্শন করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে একটি এই যে, এক দিবস

আমি তাঁহার হস্তে পানি ঢালিয়া দিয়াছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি কি ইচ্ছা কর? আমি বলিলাম, আমি কোর-আন পাঠের ইচ্ছা করিতেছি, নিশ্চয় আমি ছুরা ফাতেহা ও এখলাছ ব্যতীত স্মরণ রাখিতে পারি না, কোর-আন স্মরণ রাখা আমার পক্ষে অতি কষ্টকর। তখন তিনি আমার বক্ষে চপটাঘাত করিলেন, তৎক্ষণাৎ আমি সমস্ত কোর-আন শরীফের হাফেজ হইয়া তাহার নিকট হইতে বাহির হইলাম, আমি পূর্ণ কোর-আন পাঠ করিয়া থাকি, উহার একটি আয়তও আমি বিস্মৃত হই নাই, এক্ষনে আমি উহা পাঠ করিতে সমধিক সুদক্ষ এবং উহা শিক্ষা প্রদান করিতে সমধিক সক্ষম। উক্ত খাদেম বলিয়াছেন, এক দিবস তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, তুমি মুহিত সাগরের ষষ্ঠ দ্বীপে গমন কর, তথায় তুমি একটি মছজিদ এবং উহার মধ্যে একটি বৃদ্ধকে দেখিতে পাইবে, তাঁহাকে তুমি বল, পীর আদিবেনে মোছাফের বলিতেছেন, তুমি প্রশ্ন করিও না এবং তুমি যে বিষয়ের কামনা করিতেছ, উহা তুমি নিজের জন্য মনোনীত করিও না। আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আমি মুহিত সাগরে কিরূপে উপস্থিত হইব? আমি লালেশ নামক স্থানে তাঁহার পূর্ণ-কুটিরে ছিলাম, এমতাবস্থায় তিনি আমার স্কন্ধদ্বয়ের মধ্যেস্থলে নিজের হস্ত দ্বারা ধাক্কা দিলেন, তৎক্ষণাৎ আমি মুহিত সাগরে দ্বীপে উপস্থিত হইলাম, আমি কিরূপে তথায় উপস্থিত হইলাম, তাহা অবগত হইতে পারিলাম না। আমি মছজিদে প্রবেশ করিয়া একজন ভীষণ আকৃতিধারী বোজর্গকে চিন্তান্বিত অবস্থায় দেখিয়া তাহাকে ছালাম করিলাম এবং প্রেরিত সংবাদ তাহাকে অবগত করাইলাম, ইহাতে তিনি ক্রন্দন করিয়া বলিলেন, খোদাতা'লা পীর আদিবেনে মোছাফেরের কল্যাণ করুন। আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, ব্যাপার কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হে আমার পুত্র, সাত জন আবদালের মধ্যে একজন এক্ষণে মৃত্যু-শর্য্যায় শায়িত, আমি তাহার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার উচ্চ আকাঙ্খা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি, কিন্তু উক্ত ধারণা আমার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইতেছে

না, আমি ইহা সম্বন্ধে ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, এমতাবস্থায় তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ। আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আমি কিরূপে হাক্কার পর্ব্বতে পৌছিব। ইহাতে তিনি হস্তদ্বারা আমার স্কন্ধদেশে ধাক্কা দিলেন, তৎক্ষণাৎ আমি পীর আদি বেনে মোছাফেরের কুটিরে উপস্থিত হইলাম।

এক সময় আমি তাকে বলিয়াছিলাম, হে আমার অগ্রণী, আপনি আমাকে অদৃশ্য ব্যাপারগুলির মধ্য হইতে কিছু প্রদর্শন করুন। তখন তিনি আমাকে নিজের রুমালখানা প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি উহা নিজের মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন কর। আমি উহা নিজের মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করিলে তিনি আমাকে উহা উঠাইয়া লইতে বলিলেন আমি তাহাই করিলে লিপিকর ফেরেশতাগণকে এবং তাহারা লোকদিগের যে সৎ ও অসৎ কার্য্য লিপিবদ্ধ করিয়া থাকেন, তাহাও দেখিতে লাগিলাম। তিন দিবস এই অবস্থায় থাকিলে, আমার জীবন যাপন সঙ্কীর্ণ অন্ধকারময় ইহা পড়িল। তখন আমি উক্ত পীর ছাহেবের নিকট বিহিত ব্যবস্থা প্রাপ্তির আকাঙ্খা জানাইলাম, তৎশ্রবণে তিনি উক্ত রুমালখানা আমার মুখমণ্ডলের উপর স্থাপন করিয়া উঠাইয়া লইলেন, তৎক্ষণাৎ উপরোক্ত সমস্ত বিষয় আমা হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

তিনি এক সময়, যে মোরগটি পাঞ্জাগানা নামাজের সময় আরশের নিম্নদেশে আজান দিয়া থাকে, উহার আলোচনা করিলেন, তৎশ্রবণে আমি বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আপনি আমাকে উহার শব্দ শুনাইয়া দিন। জোহরের সময় তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের কর্ণটি আমার কর্ণের নিকট আনয়ন কর। আমি তাহাই করিলে, উক্ত মোরগের শব্দ শ্রবণ করিয়া কিছুক্ষণ অচৈতন্য হইয়া ছিলাম। এক সময় তিনি আমার নিকট পীর আকিল মাম্বেজীর বহু প্রশংসা করিতে লাগিলেন,

তখন আমি তাঁহাকে বলিলাম, হে আমার অগ্রণী আপনি কি তাহার সহিত আমার নিকট একখানা দর্পণ প্রদান করিয়া উহার মধ্যে দৃষ্টিপাত করিতে আদেশ করিলেন, আমি তাহাই করিলে প্রথমে নিজের আকৃতি দেখিতে পাইলাম, তৎপরে উহা অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরে একজনের মুখমণ্ডল অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল। পীর আদি বলিলেন, তুমি আদব (সম্মান) কর, ইনিই পীর আকিল। আমি অনেকক্ষণ তাঁহার দিকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তৎপরে উক্ত আকৃতি অদৃশ্য হইয়া গেল। তৎপরে পীর আদি বেনে মোছাফেরের আকৃতি প্রকাশিত হইল।

পীর রাজা বারেস্তকি বলিয়াছেন, পীর আদি বেনে মোছাফের এক দিবস নিজের পর্ণকুটির হইতে বহির্গত হইয়া একটি শষ্য ক্ষেত্রের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া একটি গোরের দিকে ইঙ্গিত করণান্তর বলিলেন, হে রাজা, এই গোরবাসী লোকটি আমার নিকট সানুনয় প্রার্থনা করিতেছে, ইহা কি তুমি শ্রবণ করিতেছ না? আমি উক্ত গোরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, উহার মধ্য হইতে ধুম বাহির হইতেছে। তৎপরে তিনি উক্ত গোরের দিকে রওয়ানা হইয়া তথায় দণ্ডায়মান হইয়া আল্লাহতায়ালার নিকট তাহার উদ্ধারের জন্য দোয়া করিতে লাগিলেন। তখন আমি দেখিতে পাইলাম যে, উক্ত ধুম রহিত হইয়া গিয়াছে। তৎপরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে রাজা, আল্লাহ এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং উহার শাস্তি দূরীভূত করা হইয়াছে। তৎপরে পীর ছাহেব কবরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কুর্দ্দি ভাষায় বলিলেয়, হে হোছাএন, তুমি কি শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছ? সে ব্যক্তি বলিল, হাঁ শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আমার শাস্তি তিরোহিত করা হইয়াছে, আমি নিজ কর্ণে উক্ত শব্দ শ্রবণ করিয়াছি। শাএখ ওমার বলিয়াছেন, আমি এক দিবস পীর আদি বেনে মোছাফেরের নিকট ছিলাম, এমতাবস্থায় একদল কুর্দ্দি ও

বুজিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ মানসে উপস্থিত হইলেন। তাহাদের মধ্যে খতিব হোছাএন নামক একজন লোক ছিলেন, তিনি বলিলেন, হে হোছাএন, তোমরা দল সমেত চল, আমরা প্রস্তর রাশি বহন করিয়া এই উদ্যানের প্রাচীর প্রস্তুত করিব। পীর ছাহেব রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার সঙ্গে উক্ত দল রওয়ানা হইলেন। পীর সাহেব পর্ব্বতোপরি আরোহন পূর্ব্বক প্রস্তরগুলি কর্ত্তন করিয়া গড়াইয়া দিতেছিলেন এবং দলের লোকেরা তৎসমুদয় কর্ম্মস্থলে স্থানান্তরিত করিতেছিলেন, এক খণ্ড প্রস্তর একটি লোকের উপর পতিত হইয়া তাহার অস্থি-মাংস চূর্ণ করিয়া ফেলিল, সে ভূতলশায়ী হইয়া তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইল। খতিব হোছাএন উচ্চশব্দে বলিলেন, হে পীর ছাহেব, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তৎশ্রবণে তিনি পর্ব্বতোপরি হইতে নিম্নদেশে অবতরণ পূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া হস্তদ্বয় আছমানের দিকে উত্তোলন করিয়া দোয়া করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার হুকুমে জীবিত হইয়া দাঁড়াইল, যেন সে ব্যক্তি কোন আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল না।

আমির এবরাহিম মোহরাণি জারাহিয়াগড়ের কর্ত্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তিনি পীর আদি বেনে মোছাফের ও অন্যান্য ছুফিদিগকে প্রগাঢ় ভক্তি করিতেন, কিন্তু তিনি পীর আদির তুল্য কাহাকেও শ্রেষ্ঠ-মর্য্যাদাধারী বলিয়া ধারণা করিতেন না।

এক সময় ছুফিগণ উক্ত আমিরের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের নিকট পীর আদির প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তৎশ্রবণে তাঁহারা বলিলেন, আমাদের তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া পরীক্ষা উদ্দেশ্যে কয়েকটি প্রশ্ন করা আবশ্যক। তাঁহারা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ছালাম করিলেন, পরে তাঁহাদের একজন তাঁহার সহিত কথা বলিতে লাগিলেন, ইহাতে তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। বক্তা ধারণা করিল যে, তিনি অক্ষমতা হেতু

নিস্তব্ধ হইয়াছেন। পীর সাহেব তাহার মনের ধারণা অবগত হইয়া তথা হইতে অপসরণ করিয়া ছুফিদলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা এরূপ কতকগুলি লোককে মনোনীত করিয়াছেন যে, যদি তাঁহারা এই পর্ব্বতদ্বয়ের দিকে ইঙ্গিত করেন, তবে উভয়ে সম্মিলিত হইয়া যাইবে। তখন ছুফিগণ পর্ব্বতদ্বয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে উভয় পর্ব্বত মিলিত হইয়া একটি পর্ব্বতে পরিনত হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে তাহারা তাহার মাহাত্ম স্বীকার করিয়া লইলেন। পরে পীর ছাহেব উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের দিকে সঙ্কেত করিলে, পর্ব্বতদ্বয় পৃথক পৃথক হইয়া স্ব স্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইল। তখন তাহারা তাহার নিকট মুরিদ হইয়া চলিয়া গেলেন।

শাএখ ওমার বলিয়াছেন, আমি এক দিবস পীর আদির নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, এমতাবস্থায় ছুফি-সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচিত হইতে লাগিল, তখন তিনি বলিলেন, এই স্থানে এক ব্যক্তি আছেন — যিনি জন্মান্ধ, ধ্ববল ও কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দিগকে খোদার হুকুমে সুস্থ করিয়া দেন, কিন্তু তিনি নবুয়তের দাবী করেন না। আমি মনে মনে এই কথাটি অতি মহান বলিয়া ধারণা করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। কয়েক দিবস পরে আমি তাহার সাক্ষাৎ করিলাম, সেই দিবস যে কথাটি তাহার নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহার মধুরতা আমার হৃদয়ে জাগরিত ছিল। তিনি বলিলেন, হে ওমার, তুমি কি এই শর্ত্তে আমার সঙ্গে থাকিবে যে, বাদানুবাদ করিতে পারিবে না। আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিলাম। তিনি তথা হইতে বহির্গত হইলে, আমি তাহার অনুগামী হইলাম, আমরা এক বৃহৎ প্রান্তরে উপনীত হইলে আমার ক্ষুধার অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি তাহা হইতে দূরে থাকিয়া গেলে, তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে ওমার, তুমি চলিতে অক্ষম হইয়াছ? আমি বলিলাম, হে, আমার অগ্রণী, আমি ক্ষুধার বিতাড়নে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছি। ইহাতে পীর

ছাহেব এক প্রকার তৃণ আহরণ করিয়া আমার মুখে স্থাপন করিতে লাগিলেন। আমি উহা ভক্ষণ করিয়া তাজা খর্জ্জুরের স্বাদপ্রাপ্ত হইলাম। যখন আমি উহা যথেষ্ট পরিমাণ ভক্ষণ করিয়া শক্তিশালী হইলাম, তখন তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমার অন্তরে তৃণ সম্বন্ধে বিবিধ ভাব উদয় হইতে লাগিল, আমি নিজে উহা গ্রহণ পুর্ব্বক মুখে দিলে তিক্ত বোধ হইল, আমি উহা নিক্ষেপ করিলে, তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, হে দবীর, আমি বলিলাম, হাঁ দবীর। তৎপরে আমরা কিছু দূর গমন করিয়া একটি পল্লীতে উপস্থিত হইলাম, উহার মধ্যদেশে একটি ঝরণা প্রবাহিত হইতেছিল, উহার নিকট একটি বৃক্ষ ছিল, উহার তলে একটি ধবলগ্রস্ত অবশাঙ্গ অন্ধ যুবক ছিল। আমি তাহাকে দেখিয়া পীর ছাহেবের কথা স্মরণ করিয়া মনে বলিলাম, যদি তাহার দাবী সত্য হয়, তবে তিনি এই ব্যক্তিকে সুস্থ করিয়া দিবেন। তৎক্ষণাৎ পীর ছাহেব আমার দিকে দৃষিটপাত করিয়া বলিলেন, হে ওমার তোমার অন্তরে কি উদয় হইয়াছে? আমি বলিলাম, আল্লাহতায়ালার নিকট আপনার অন্তরে পীর আকিল ও পীর মোছলেমার যে পদমর্য্যাদা আছে, তজ্জন্য আপনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করুন, যেন এই যুবক সুস্থ হইয়া যায়। তৎশ্রবণ তিনি বলিলেন, হে ওমার, আমার পরদা ছিন্ন করিও না। তখন আমি তাঁহাকে খোদার শপথ দিলাম। ইহাতে তিনি ঝরণায় নামিয়া ওজু করিয়া বাহির হইলেন, কেবলার দিকে মুখ করিয়া দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া আমাকে বলিলেন, যখন তুমি আমাকে ছেজদায় গিয়া দোয়া করিতে দেখিবে, তখন তুমি 'আমিন' বলিবে। তাঁহার দোয়ার সময় আমি 'আমিন' বলিতে লাগিলাম। তৎপরে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া উক্ত যুবকের উপর হাত বুলাইয়া বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হুকুমে দণ্ডায়মান হও। তৎক্ষণাৎ সে দণ্ডায়মান হইয়া দৌড়িতে লাগিল — যেন তাহার কোন পীড়া ছিল না। সে ব্যক্তি

পল্লীবাসীদিগকে বলিতে লাগিল, আমার নিকট দুই ব্যক্তি উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজন আমার উপর হস্ত বুলাইলে, আমি সুস্থ হইয়া গিয়াছি। তৎশ্রবণে তাহারা আমাদের দিকে ধাবিত হইল। যখন পীর ছাহেব জনতা দেখিতে পাইলেন, তখন আমাকে নিজের সর্ম্মুখে বসাইয়া পীরাহানের হাতা দ্বারা আমাকে আবৃত করিলেন, তাহারা আমাদিগকে দেখিতে না পাইয়া চলিয়া গেলে, তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমিও অল্পক্ষণ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলে তাহার কুটিরে উপস্থিত হইলাম।

পীর মোহম্মদ বেনে রাশা (রঃ) বলিয়াছেন, আমি পীর আদি বেনে মোছাফেরের নিকট ছিলাম, যে সময় তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল বারাকাতের স্ত্রীকে 'জুকোল-বুরিয়া' পল্লী হইতে আনয়ন করিতে রওয়ানা হইয়াছিলেন। সেই সময় তাহার অনুগ্রহের দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইয়াছিল। আমরা কন্টকপূর্ণ ভূমির উপর দিয়া গমন করিতেছিলাম, আমাদের দলের কেহকেহ যানের উপর আরোহন করিয়া, কেহ কেহ পদব্রজে চলিতেছিল, তাহাদের পায়ে কন্টক-নিবারণ উপযোগী পাদুকা ছিল। পীর আদিবেনে মোছাফের নগ্নপদে গমন করিতেছিলেন, আমি ইহা দেখিয়া ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম। তখন আল্লাহ্ আমার অন্তচক্ষু উন্মিলিত করিয়া দিলেন, আমি তাহাকে জমির ৭ হাত উচ্চে জ্যোতিষ্মান গতির উপর আরোহণ করিয়া যাইতে দর্শন করিয়াছিলাম।

শাএখ তকিউদ্দিন, পীর আদির জন্মবৃর্ত্তান্ত এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পিতা মোছাফের অরণ্যে প্রবেশ করিয়া তথায় ৪০ বৎসর জীবন যাপন করিয়াছিলেন। এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে, যেন একজন লোক বলিতেছেন, হে মোছাফের, তুমি এইস্থান ত্যাগ করিয়া গৃহে গিয়া নিজের স্ত্রীর সহিত সঙ্গম কর, ইহাতে তোমার এরূপ এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন — যিনি এরূপ ওলি হইবেন — যাহার খ্যাতি

পূর্ব্ব ও পশ্চিম দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িবে। তদ্দর্শনে তিনি তথা হইতে বহির্গত হইয়া নিজের স্ত্রীর নিকট গমন করিলেন, ইহাতে তিনি বলিলেন, আমি আপনার সহিত মিলিত হইব না — যতক্ষণ আপনি এই মিনারার উপর আরোহন করিয়া উচ্চ শব্দে বলেন, হে শহরবাসীগণ আমি মোছাফের, গৃহে আগমন করিয়াছি এবং আদিষ্ট হইয়াছি যে, আমার ঘোটকের উপর আরোহন করিব। যে কেহ উক্ত ঘোটকের উপর উপবিষ্ট হইত, তাহার সন্তান ওলি হইত। যাহারা উক্ত ঘোটকের উপর আরোহন করিয়াছিল, তাহাদের কর্ত্তৃক ৩১৩ জন ওলি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন পীর আদির মাতা গর্ভবতী হইয়াছিলেন, তখন পীর মোছলেমা ও পীর আকিল (রঃ) তাঁহার মাতার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তিনি কুঙা হইতে পানি উত্তোলন করিতেছিলেন। পীর মোছলেমা, পীর আকিলকে বলিলেন, আমি যাহা দর্শন করিতেছি, আপনি কি তাহাই দর্শন করিতেছেন? তিনি বলিলেন উহা কি? পীর মোছলেমা বলিলেন, এই স্ত্রীলোকটির উদর হইতে একটি জ্যোতি সমুত্থিত হইয়া আছমান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতেছে। পীর আকিল বলিলেন, ইনি আমার পুত্র (মুরিদ) আদি, আপনি আগমন করুন, আমরা তাঁহাকে ছালাম করিব। তাঁহারা উক্ত স্ত্রীলোকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, হে আদি, হে ওলিউল্লাহ, তোমাকে ছালাম করিতেছি। তৎপরে তাঁহারা তথা হইতে প্রস্থান করতঃ ৭ বৎসর দেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক তথায় আগমন পূর্ব্বক আদিকে বালকদিগের সহিত ফুটবল ক্রীড়া করিতে দেখিয়া এবং নিজেকে আদিবেনে মোছাফের বলিয়া উল্লেখ করিতে শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে একবার ছালাম করিলেন, ইহাতে তিনি তিনবার ছালামের উত্তর দিলেন। তাহারা বলিলেন, তুমি কেন তিনবার ছালামের উত্তর প্রদান করিলে? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যে সময় মাতৃগর্ভে ছিলাম, সেই সময় আপনারা আমাকে দুইবার ছালাম করিলেন। যদি আমি হজরত ইছা

বেনে মরইয়ামের (আঃ) লজ্জা না করিতাম, তবে আমি দুইবার মাতৃগর্ভ হইতে আপনাদিগের ছালামের উত্তর দিতাম।

যখন তিনি সাবালকত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন একরাত্রে স্বপ্নযোগে দেখিয়াছিলেন যে, যেন একজন লোক তাহাকে বলিতেছে, হে আদি, তুমি 'ওলশ' নামক স্থানে গমন কর, উহাই তোমার অবস্থিতি স্থল এবং খোদা তোমা কর্ত্তৃক বহু মৃত অন্তরকে জীবিত করিয়া দিবেন।

আবুল-বারাকাত বলিয়াছেন, এক দিবস আমার চাচা পীর আদি (রঃ) এর নিকট ৩০ জন দরবেশ উপস্থিত ছিলেন, তাহাদের ১০ জন বলিলেন, আপনি আমাদিগকে 'হকিকত' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। ইহাতে তিনি তাহাই করিলেন, তখন তাহারা বিগলিত হইয়া পানিরূপে পরিণত হইলেন। তৎপরে তাহাদের ১০ জন তাহাকে বলিলেন, আপনি আমাদিগকে প্রেম (মহব্বত) সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন, তিনি তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে, তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তৎপরে অবশিষ্ট লোকগুলি আগমন পূর্ব্বক বলিলেন, হে আমার অগ্রণী, আপনি আমাদিগকে সংসার-বৈরাগ্য সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করুন। তিনি তাহাই করিলে, তাহারা পরিধেয় বস্ত্রগুলি ছিন্ন করতঃ উলঙ্গাবস্থায় প্রান্তরের দিকে ধাবিত হইলেন।

এক দিবস তাহার নিকট একদল লোক উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, আমরা আপনার নিকট ওলিগণের কোন কারামত দর্শন করিতে বাসনা রাখি। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, হে আমার ভ্রাতৃগণ আমরা ফকির (দরবেশ), আল্লাহতায়ালার এরূপ কতকগুলি বান্দা আছেন যে, যদি তাঁহারা এই বৃক্ষগুলিকে আল্লাহতায়ালার ছেজদা করিতে আদেশ করেন, তবে উহারা তাহাই করিয়া থাকে। ইহা বলা মাত্র বৃক্ষগুলি ছেজদা করিল।

ইনি দামস্কের পশ্চিমদিকে বায়ালবাক্ক শহরের এলাকায় বএতে-ফার

নামক স্থানে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, তৎপরে বাগদাদে উপস্থিত হইয়া পীরান-পীর ছাহেব, পীর হাম্মাদ দাব্বাছ, পীর আকিল মাম্বেজি, আবুল অফা হোলওয়ানি ও আবুন্নজিব ছাহারওয়ারদি প্রভৃতির সহিত সমবেত হইয়াছিলেন, তৎপরে হাক্কার পর্ব্বতে নির্জ্জনবাস অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি তথায় খানকা প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

তিনি কোন বস্তু ও বস্ত্র ক্রয় করিতেন না, নিজ ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতেন, উহার শস্য কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিতেন, নিজে তুলার চাষ করিয়া উহা হইতে বস্ত্র বয়ন করিতেন, কাহারও কোন বস্তু ভক্ষণ করিতেন না এবং কাহারও গৃহে গমন করিতেন না। তিনি ৮০ কিম্বা ৯০ বৎসর জীবিত ছিলেন, তিনি ৫৫৫ কিম্বা ৫৫৭ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন, তিনি নিজ খানকাতে প্রোথিত হইয়াছিলেন।

১৯। পীর হাম্মাদ দাব্বাছ (রহঃ)

ইনি বাগদাদের মহামান্য, কাশফ ও কারামত বিশিষ্ট পীর ছিলেন, হকিকত তত্ত্বে মহা পারদর্শী ছিলেন। গুপ্ত তত্ত্বানুসন্ধানে যে তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। বাগদাদের বহু পীর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। পীরান-পীর ছাহেব তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া ছিলেন, তাহার প্রশংসা করিতেন এবং তাহার কারামতগুলি বর্ণনা করিতেন। পীর আবুল অফা বাগদাদে আগমন করিলে, তাহার নিকট অবস্থিত করিতেন এবং তাহার উচ্চ সম্মান করিতেন বাগদাদের পীরগণ তাহার উচ্চ প্রশংসা করিতেন, তাহার নিকট আদব করিতেন, তাহার কথা শ্রবণ করিতে নিস্তব্ধ হইতেন এবং মতভেদ ঘটিত বিষয়গুলিতে তাহাকে মীমাংসাকারী স্থির করিতেন। পীর নজিবদ্দিন ছাহারওয়ারদি ব[illegible]য়াছেন, যদি আবুল কাছেম কোশায়রি তাহাকে

দেখিতেন, তবে নিজের কেতাবে অন্য বহু পীরের পূর্ব্বে তাহার সমালোচনা করিতেন। পীর ইউছুফ হামদানী বলিয়াছেন, পীর হাম্মাদ দাব্বাছ এরূপ সূক্ষ্মতত্ব সকল প্রকাশ করিয়াছেন যে, তজ্জন্য তিনি বহু প্রাচীন পীরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন। তিনি নফছকে কঠোর নিয়ম পালনে বাধ্য করিয়াছিলেন। এক সময় তিনি পীর মা'রুফ কারখির গোর জিয়ারত করিতে রওয়ানা হইয়াছিলেন, পথিমধ্যে তিনি একটি দাসীর তাহার প্রভুর গৃহে সঙ্গীত করিতে শ্রবণ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক নিজের পরিজনকে সংগ্রহ করতঃ বলিলেন, আমি কোন গোনাহ করিয়াছি যাহাতে অদ্য শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছি। তাহারা কোন বিষয় উল্লেখ করিতে পারিলেন না, কেবল তাহারা বলিলেন, আমরা গতকল্য একটি পাত্র ক্রয় করিয়াছিলাম, উহাতে একটি মূর্ত্তি ছিল, তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, এই হেতু আমি শাস্তিগ্রস্ত হইয়াছি। পরে তিনি নিজে উক্ত মূর্ত্তি বিলোপ করিয়া ফেলিলেন।

পীর আবুন্নজিব ছাহরওয়ার্দ্দি বলিয়াছেন, খলিফা মোস্তারশেদের কোন দাস উক্ত পীর ছাহেবের সাক্ষাৎ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিত, ইহাতে পীর ছাহেব তাহাকে বলিলেন, আমি তোমার অদৃষ্ট লিপিতে দর্শন করিতেছি যে তুমি খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভের অংশ প্রাপ্ত হইবে। সে তাহার আদেশ পালন করিল না, যেহেতু সে খলিফার দরবারে উন্নত পদ প্রাপ্ত হইয়াছিল। পীর ছাহেব পুনরায় উক্ত কথা উল্লেখ করিলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি বশ্যতা স্বীকার করিল না। তখন পীর ছাহেব বলিলেন, আল্লাহতায়লা আমার উপর আদেশ করিয়াছেন যে, তোমাকে তাহার দিকে আকর্ষণ করিয়া লইব। আমি ধবল রোগকে আদেশ করিলাম যে, উহা যেন তোমার সর্ব্ব শরীরে সংক্রামিত হয়। পীর ছাহেবের কথা শেষ না হইতেই তাহার সর্ব্বাঙ্গে উক্ত ব্যাধি সংক্রামিত হইল, দর্শকেরা ইহা দর্শনে নির্ব্বাক

হইয়া রহিল। দাসটি খালিফার নিকট উপস্থিত হইল, চিকিৎসকগণকে উপস্থিত করা হইল, তাহারা একবাক্যে বলিলেন যে, এই ব্যাধির কোন ঔষধ নাই। দরবারের বিশিষ্ট লোকেরা তাহাকে রাজদরবার হইতে বিতাড়িত করার ইশারা করায় তাহাকে বিতাড়িত করা হইল, তখন সে পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে ছালাম করণান্তর নিজের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করিল এবং তাঁহার আদেশ পালন করার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিল। তখন পীর ছাহেব দণ্ডায়মান হইয়া নিজের পিরহান তাহাকে পরিধান করাইলেন, ইহাতে তাহার পীড়া উপশম এবং তাহার শরীর রৌপ্যের ন্যায় হইয়া গেল। তাহার অন্তরে উদয় হইল যে, সে আগামী কল্য খলিফার দরবারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, অমনি পীর ছাহেব নিজের অঙ্গুলী দ্বারা তাহার ললাট স্পর্শ করিলেন এবং একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, উহা শ্বেত কুষ্ঠের চিহ্ন হইয়া গেল এবং বলিলেন, ইহাই তোমার খলিফার দরবারে উপস্থিত হওয়ার প্রতিবন্ধক হইবে।

পীর নজিবদ্দিন বলিয়াছেন, তিনি আমার প্রথম পীর ছিলেন, যাহারা বরকতে আল্লাহতায়ালা আমার উপর মা'রেফাতের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, তিনি আঙ্গুরের রস বাহির করিতেন, এই হেতু 'দাব্বাছ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার আঙ্গুরের রসে বোলতা ও মক্ষিকা বসিত না।

একবার তিনি একজন আমিরকে মদ্যপানে উন্মত্ত অবস্থায় দেখিয়া তাহার উপর অবজ্ঞা ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাতে উক্ত আমির তাঁহার উপর আক্রমণ করিল। তখন তিনি বলিলেন, হে খোদার ঘোটক, ইহাকে ধৃত কর, তৎক্ষণাৎ তাঁহার ঘোটক বিদ্যুৎ বেগে তাহাকে ধৃত করিয়া লইয়া গেল, সে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। পীর ছাহেব বলিলেন, খোদার মহত্ত্বের শপথ, উক্ত ঘোটক তাহাকে 'কাফ' পর্ব্বতের পশ্চাদিকে লইয়া

গিয়াছে, সে তথা হইতে পুনরুত্থিত হইবে।

পীর নজিবদ্দিন বলিয়াছেন, আমি প্রথমাবস্থায় পীর হাম্মাদের নিকট উপস্থিত হইয়া আবেদন করিলাম, হুজুর আমি কঠোর সাধনা করিয়া থাকি, কিন্তু আমার উপর আত্মিক জ্যোতির দ্বার উদ্ঘাটিত হইতেছে না। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, তুমি মাদ্রাছার শিক্ষাকার্য্য সমাপনান্তে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া এক কলসী (ঘড়া) দুগ্ধ আমার নিকট আনয়ন করিবে। পরদিবস আমি মাদ্রাছা হইতে বহির্গত হইয়া নিজের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া বাজারে উপস্থিত হইয়া এক কলসী দুগ্ধ ক্রয় করিলাম এবং উহা মস্তকে বহন করিয়া বাগদাদের মধ্যপথ দিয়া চলিতে লাগিলাম, আমার পরিচিত প্রত্যেক ব্যক্তি আমাকে দেখিতেছিল এবং লোকেরা আমার দিকে নিরিক্ষণ করিতেছিল, আমার প্রত্যেক পদ নিক্ষেপে আমার 'নফছ' বিগলিত হইতেছিল, যেরূপ রাং অগ্নিতে বিগলিত হইয়া যায়। আমি যখন পীর হাম্মাদের আঙ্গুরের কার্য্যালয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম, তখন দেখিলাম যে, তিনি উহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া আমার অপেক্ষা করিতেছেন। তৎপরে তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, ইহাতে জ্যোতিধারা আমাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল। আমি আত্মবিস্মৃত-সাগরে নিমগ্ন হইলাম এবং মুখমণ্ডলের উপর ভূলুণ্ঠিত হইলাম, দুগ্ধ ভূমির উপর বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। আমি অদ্যাবধি সেই দৃষ্টিপাতের বরকতে আত্মিক উন্নতি লাভ করিতেছি।

পীর হাম্মাদ বলিতেন, আমি এঁটো খাদ্য ব্যতীত ভক্ষণ করি না। তিনি আরও বলিতেন, যে শরীর এঁটো খাদ্য ভক্ষণে বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই শরীরের উপর বিপদ আপতিত হয় না।

একজন বণিক পীর হাম্মাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি শাম দেশে বাণিজ্য উদ্দেশ্যে বণিকদের একটি দল সংগঠন করিয়াছি এবং সাত

শত দীনার মূলধন সংগ্রহ করিয়াছি। তিনি বলিলেন, যদি তুমি এই বৎসর বিদেশ যাত্রা কর, তবে তোমার অর্থরাশি বিনষ্ট হইবে এবং নিজে হত হইবে। বণিক নিতান্ত দুঃখিত মনে তথা হইতে বাহির হইয়া পীরানপীর হজরত শাএখ আবদুল কাদের ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া উক্ত ঘটনা উল্লেখ করিল। তিনি বলিলেন, তুমি বিদেশ যাত্রা কর, শান্তি ও অর্থ রাশি সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে। ইহার জন্য আমার উপর দায়িত্ব থাকিল। বণিক শামদেশে যাত্রা করিল এবং নিজের বাণিজ্য দ্রব্য সহস্র টাকায় বিক্রয় করিল। সে একদিবস মলমূত্র ত্যাগ করার জন্য একটি ক্ষুদ্র নদীর নিকট গমন করিল, একটি তাকের উপর উক্ত সহস্র দীনার ত্যাগ করিয়া নিজের অবস্থিতি স্থলে উপস্থিত হইল এবং নিদ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাইল যে, দস্যুরা তাহাদের দলের উপর আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন ও তাহাদিগকে হত্যা করিতে লাগিল, এক ব্যক্তি তাহার উপর তরবারির আঘাত করিল, ইহাতে সে নিহত হইল। ইহা দর্শনে আতঙ্কিত হইয়া জাগরিত হইল রক্তের চিহ্ন নিজের গ্রীবাদেশে দেখিতে পাইল এবং বেদনার লক্ষণ নিজের শরীরে অনুভব করিল। তৎপরে তাহার স্মরণে আসিয়া গেল যে, সে টাকাগুলি ভ্রম বশতঃ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, ত্রস্তভাবে তথায় গমন পূর্ব্বক টাকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া বাগদাদে ফিরিয়া আসিল। সে মনে মনে ধারণা করিল যে, প্রথমে পীর হাম্মাদেরে সহিত দর্শন লাভ করিব, যেহেতু তিনি মহা বোজর্গ, তৎপরে পীর আবদুল কাদের (রঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিব, কেননা তাঁহার কথা সত্য হইয়াছে। যখন সে পীর হাম্মাদ (রঃ) কে বাজারে দেখিতে পাইল, তখন তিনি বলিলেন, তুমি প্রথমে শাএখ আবদুল কাদেরের সহিত সাক্ষাৎ কর, কেননা তাঁহার কথা সত্য হইয়াছে। তিনি খোদার নিকট ১৭ বার দোয়া করিয়াছেন যে, তোমার হত্যাকাণ্ড স্বপ্ন বৃত্তান্তের সহিত পরিবর্ত্তিত হয়, তোমার অর্থ নষ্ট বিস্মৃত হওয়া রূপে পরিণত হয়। যখন সে ব্যক্তি পীরানপীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন খোদার

শপথ, আমি সত্তর বার করিয়া ৭০ বার তাঁহার নিকট দোয়া করিয়াছি, এই হেতু বাস্তব ঘটনা স্বপ্নে পরিণত হইয়াছে।

পীর হাম্মাদ (রঃ) শামদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, বাগদাদের মোজাফ্‌ফারিয়া নামক স্থানে অবস্থিত করিতেন, ৫২৫ হিজরীতে তথায় এন্তেকাল করিয়াছিলেন এবং শুনিজী নামক গোরস্থানে প্রোথিত হইয়াছিলেন।

২০। পীর কজিবোল-বান (রহঃ)

তাঁহার অন্য নাম আবু-আবদুল্লাহ, ইনি মুছেলের অধিবাসী ছিলেন, মহা কারামত সম্পন্ন পীর ছিলেন, পীর ওলিগণ তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া থাকেন, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের কথা ঘোষণা করিয়া থাকেন, তিনি হজরত পীরানপীর ছাহেবের পত্র লইয়া পীর আদি বেনে মোছাফেরের নিকট যাতায়াত করিতেন, তিনি একপদ নিক্ষেপে জমির চারিদিকে উপস্থিত হইতেন, অধিকাংশ সময় তিনি আত্মবিস্মৃতি অবস্থায় থাকিতেন।

পীর মহইউদ্দিন আরবী কোন কেতাবে লিখিয়াছেন, এই ওলি সম্প্রদায়ের মধ্যে কতক লোককে দর্শন করিয়াছি যে, তাহাদের আত্মিকরূপে শারীরিক আকৃতিতে মূর্ত্তিমান হইয়া থাকে এবং উক্ত মূর্ত্তিমান আকৃতির দ্বারা কতকগুলি কার্য্য ও ব্যাপার সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপস্থিত লোকেরা ধারণা করিয়া থাকে যে, এই কার্য্যগুলি তাহাদের দৈহিক আকৃতি দ্বারা সংঘটিত হইয়াছে এবং তাহারা বলিয়া থাকে যে, অমূলক ব্যক্তিকে এই এইরূপ কার্য্য করিতে দেখিয়াছি, অথচ তিনি উক্ত কার্য্য করেন নাই, আমি অনেক সময় বহু পীর কর্ত্তৃক এইরূপ ব্যাপার দর্শন করিয়াছি। পীর কজিবোল-বানের এইরূপ অবস্থা ছিল।

হে পাঠক, তুমি এইরূপ কার্য্যের উপর এনকার করিও না, কেননা

জগতের স্তরে স্তরে খোদার বৃহৎ বৃহৎ বিবিধ গুপ্ততত্ত্ব নিহিত আছে — যাহা বিবেক ও বুদ্ধির অগোচরে।

পীর আবুল হাছান কারাশি বলিয়াছেন, আমি পীর কজি-বোল-বানের গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, তাহার দেহ অস্বাভাবিক ভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে, আমি তাহার এই ভীষণ আকৃতি দর্শনে আতঙ্কিত হইয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। দ্বিতীয়বার তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে গৃহকোণে দেখিলাম যে, তিনি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া একটি চড়ুই পক্ষীর তুল্য হইয়া গিয়াছেন। আমি তথা হইতে বাহির হইলাম। তৃতীয়বার তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্বাভাবিক আকৃতিতে দেখিলাম। আমি তাহাকে বলিলাম, হে আমার অগ্রণী, আপনার প্রথম ও দ্বিতীয় আকৃতির সম্বন্ধে আমাকে সংবাদ প্রদান করুন। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন হে আলি, তুমি কি উভয় আকৃতি দেখিয়াছ? আমি বলিলাম, হাঁ। তিনি বলিলেন, তুমি ইহা গোপন রাখিবে। জালালি ছেফাতের জ্যোতির পতনে প্রথম আকৃতি এবং জালালি ছেফাতের জ্যোতিঃ প্রবাহে দ্বিতীয় আকৃতি প্রকাশিত হইয়াছিল।

একদল লোক মুছেলের মাদ্রাছাতে এমাম আল্লামা এবনো ইউনুছের নিকট পীর কজিবোল বানের নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন, এমাম এবনো ইউনুছ তাঁহাদের সমর্থন করিলেন। এমতাবস্থায় পীর কজিবোল বান তথায় প্রবেশ করিলেন, ইহাতে তাঁহারা নির্ব্বাক হইয়া গেলেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রথমে ছালাম করিয়া বলিলেন, হে এবনো-ইউনুছ, আল্লাহ যাহা কিছু জানেন, আপনি কি তৎসমুদয় জানেন? তিনি বলিলেন, না। পীর ছাহেব বলিলেন, আপনি যে এলম অবগত নহেন, আমি যদি উহার অন্তর্গত হই, তবে আপনার বলিবার কিছু আছে কি? এমাম এবনো-ইউনুছ ইহা শ্রবণে নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। পীর আবদুল্লাহ মারদিনি বলিয়াছেন, আমিও উক্ত দলের মধ্যে ছিলাম, আমি মনে মনে ভাবিলাম, নিশ্চয় আমি এক দিবারাত্র

উক্ত পীর ছাহেবের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য-কলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিব। আমি তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়া এশার সময় দেখিলাম যে, তিনি কয়েক খণ্ড মাংস সঙ্গে লইয়া কয়েকটি পথ অতিক্রম করিয়া একটি দ্বারে উপস্থিত হইয়া উহার উপর চপেটাঘাত করিলেন, অমনি একটি বৃদ্ধ স্ত্রীলোক বাহিরে আসিয়া বলিল, হে কজিবোল-বান, তুমি অদ্য বিলম্ব করিয়াছ। তিনি মাংসগুলি তাহাকে প্রদান করিয়া মুছেল নগরে দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলেন, রুদ্ধ দ্বারটি তৎক্ষণাৎ উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। তিনি শহর হইতে বাহির হইলে, আমি তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলাম। তিনি একটু চলিলে, আমি একটি প্রবাহিত নদী এবং উহার নিকট একটি বৃক্ষ দেখিতে পাইলাম। তিনি উক্ত নদীতে গোছল করিয়া ফজর পর্য্যন্ত নামাজ পড়িতে রত থাকিলেন, আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম সূর্য্যের তাপ অধিক হইলে, আমি জাগরিত হইয়া দেখিলাম যে, আমি একটি তৃণ-লতা শূণ্য প্রান্তরে আছি, তথায় কোন মনুষ্যের চিহ্ন নাই। কিছুক্ষণ পরে একদল আরোহী তথায় উপস্থিত হইলে, আমি তাহাদিগকে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিলাম এবং নিজেকে মুছেলবাসী বলিয়া পরিচয় দিলাম। তাহারা আমার এই ব্যাপারের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে একজন আমার আদ্যোপান্ত অবস্থা অবগত হইয়া বলিল, এই স্থান হইতে মুছেল ছয় মাসের পথ হইতে পারে। তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর, সেই পীর ছাহেব এই খানে আগমন করিতে পারেন। তাহারা আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রিকালে উক্ত পীর ছাহেব আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বিগত রাত্রির ন্যায় নামাজ পড়িতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি রওয়ানা হইলেন, আমি তাহার পশ্চাতে ধাবিত হইয়া মুছেল শহরে উপস্থিত হইলাম এবং লোকদিগকে ফজরের নামাজ পড়িতে দেখিলাম। তিনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার কর্ণ মর্দ্দন করিলেন এবং বলিলেন, তুমি পুনরায় এইরূপ কার্য্য করিও না এবং এই গুপ্ততত্ত্ব কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না।

পীর আবুল বারাকাত বলিয়াছেন পীর কজিবোল বান আমাদের নিকট খানকাতে পূর্ণ এক মাস অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তিনি উক্ত এক মাস পানাহার করেন নাই এবং জমিতে শয়ন করেন নাই, আমার চাচা আদিবেনে মোছাফের (রঃ) তাহার নিকট আগমন পূর্ব্বক তাহার মস্তকের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া বলিতেন, হে কজিবোল-বান, তোমার জন্য সুসংবাদ হউক, মোশাহাদা তোমার জ্ঞান হরণ করিয়া লইয়াছে এবং তোমাকে আত্ম-বিস্মৃতি সাগরে নিমজ্জিত করিয়াছে। আর যে কেহ তাহার নিকট উপস্থিত হইত, তাহাকে বলিতেন, তুমি এই ওলিউল্লাহর উপর ছালাম কর।

তিনি বলিয়াছেন, এক দিবস তিনি এমামের পশ্চাতে ফজরের নামাজ আরম্ভ করিলেন, এক রাকায়াত শেষ করিয়া দ্বিতীয় রাকায়াত নামাজ ছাড়িয়া দিলেন, আমি তাহাকে বলিলাম, আপনি কেন আমাদের সহিত নিজের নামাজ শেষ করিলেন না? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, হে আবুল বারাকাত, আমি তোমাদের এমামের পশ্চাতে দৌড়িতে দৌড়িতে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি, কেননা তিনি এই স্থানে তকবিরে-তহরিমা বাঁধিয়া শামদেশ পর্য্যটন করিলেন, তৎপরে বাগদাদ, অবশেষে মক্কা ভ্রমণ করিলেন। যখন আমি উচ্চ ঘাঁটির নিকট উপস্থিত হইলাম, ক্লান্ত হইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলাম। আবুল বারাকাত বলিয়াছেন, আমি এমামের নিকট উপস্থিত হইয়া এতদৎ সম্বন্ধে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, নিশ্চয় পীর কজিবোল-বান সত্য বলিয়াছেন, খোদার শপথ, নামাজের মধ্যে এই সমস্ত চিন্তা আমার মনে উদয় হইয়াছিল।

মুছেলের কাজী বলিয়াছেন, কজিবোল-বানের অত্যধিক কারামত ও কাশফের কথা শ্রবণ করিয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে মন্দ ধারনা পোষণ করিতাম এবং তাহাকে মুছেল হইতে বাহির করিয়া দিতে ছুলতানকে অনুরোধ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আল্লাহ ব্যতীত আমার এই সঙ্কল্পের

কথা কেহই অবগত ছিল না। আমি মুছেলের কোন পথ দিয়া গমন করা কালে তাহাকে নিজের স্বাভাবিক পরিচ্ছদে পথের প্রথম ভাগ হইতে আগমন করিতে দেখিলাম, উক্ত পথে তাহা ও আমা ব্যতীত অন্য কেহই ছিল না। আমি মনে মনে বলিলাম, যদি আমার সঙ্গে অন্য কেহ থাকিত, তবে আমি তাঁহাকে ধৃত করিতে আদেশ করিতাম। যখন তিনি একপদ অগ্রসর হইলেন, তাঁহার আকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া একজন কুর্দ্দীর আকৃতিতে পরিণত হইয়া গেল। যখন তিনি দ্বিতীয় পদ অগ্রসর হইলেন, একজন অরণ্যবাসীর আকৃতিতে পরিণত হইলেন। যখন তিনি তৃতীয় পদ অগ্রসর হইলেন, একজন ফেকহ-তত্ত্ববিদ বিদ্বানের আকৃতিতে পরিবর্ত্তিত হইলেন এবং তিনি বলিলেন, হে কাজি, আপনি এই চারটি আকৃতি দর্শন করিলেন, তন্মধ্য হইতে কজিবোল-বান কোন ব্যক্তি যে আপনি তাঁহার বিরুদ্ধে ছুলতানের নিকট বলিয়া তাঁহাকে মুছেল হইতে বাহির করিয়া দিবেন? কাজি বলিলেন, আমি ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাঁহার হস্ত চুম্বন করিলাম এবং আল্লাহতায়ালার নিকট এতদৎ সম্বন্ধে ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম।

পীর আবদুল্লাহ বলিয়াছেন, আমি প্রথম অবস্থায় পশু-চিকিৎসা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলাম, এক সময় আমি একটি অশ্বতরের পায়ে নাল লাগাইয়া দিতে আরম্ভ করিলে, উক্ত পশুটি আমার মস্তকে পদাঘাত করিয়াছিল। আমি অচৈতন্য হইয়া গেলে, লোকে আমার মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ করিল, আমার মুছেলে মাতার নিকট আমার মৃত্যুর সংবাদ পৌঁছিল, তিনি কজিবোল-বানের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমার পুত্রের মৃত্যু মুখে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, সে মৃত্যুর পতিত হয় নাই, বরং একটি অশ্বতর তাহার মস্তকে পদাঘাত করায় সে অচৈতন্য হইয়া গিয়াছে। অবশেষে ব্যাপার তাহাই সত্য বলিয়া প্রকাশিত হইল।

পীর আবু হাফছ বলিয়াছেন, আমাদের লালশস্থিত খানকাতে

জোহরের আজান দেওয়া হইয়াছিল এমতাবস্থায় কজিবোলবান লম্ফ প্রদান করিয়া বাহির হইলেন, আমি তাঁহাকে বলিলাম, তুমি কি কোন সহচরের বাসনা রাখ? তিনি বলিলেন, হাঁ আমার ভ্রাতা, কিন্তু শর্ত্ত এই যে, তুমি অবস্থা গোপন রাখিবে? আমি বলিলাম, হাঁ, এই শর্ত্ত স্বীকার করিলাম। আমরা অল্প দুরে চলিলে, একটি অপরিচিত শহরে উপস্থিত হইলাম উহা কোন দেশ তাহা জানিতে পারিলাম না। তখন তথাকার অধিবাসীগণ তাঁহার সাক্ষাতের জন্য আগমন করিলেন এবং পূর্ণ মাত্রায় তাঁহার সম্মান করিলেন, তাহারা সমধিক সৌজন্যশীল, বুদ্ধিমান ও বিনম্র বলিয়া অনুমিত হইল। তিনি তাঁহাদের সঙ্গে জোহর, আছর, মগরেব, এশা ও ফজর পড়িলেন, ঊষাকালীন শ্বেত আভা সমধিক পরিস্ফুট হইলে, আমরা তাহাদের নিকট হইতে বাহির হইলাম। আমরা কিছু পানাহার করি নাই, তিনি কিছু দূর চলিয়া আমাকে বিবিধ প্রকারের ফল ও হালওয়া ভক্ষণ ও পানি পান করাইলেন। খোদার শপথ, পীর কজিবোল-বান আমাকে যাহা পানাহার করাইলেন, আমি তদপেক্ষা সমধিক সুস্বাদু কোন খাদ্য ও পানীয় পানাহার করি নাই। আমরা উক্ত শহর হইতে শূণ্যহস্তে বাহির হইয়া অল্পক্ষণের মধ্যে লালশে উপনীত হইলাম। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে, উক্ত শহরটি কি? তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমার ভ্রাতা, ইহা ভারত সাগরের পশ্চাদ্দিকের একটি শহর তথাকার অধিবাসীগণ মুসলমান, প্রত্যেক দিবস তাহাদের সহিত জামানার এক একজন ওলি নামাজ পড়িয়া থাকেন, ওলি ব্যতীত তাহাদের নিকট কেহ উপস্থিত হয় না, যদি আমাকে তোমার সহিত থাকিতে অনুমতি দেওয়া না হইত, তবে তুমি আমার সহচর থাকিতে সক্ষম হইতে না।

পীর আবু হাফছ বাজ্জাজ বলিয়াছেন, হজরত পীরান-পীর শাএখ আবদুল কাদের (কোঃ) এর নিকট কজিবোল-বানের সমালোচনা করা

হইতেছিল, ইহাতে তিনি বলিলেন, তিনি হালসম্পন্ন, নৈকট্যপ্রাপ্ত ওলি, আল্লাহতায়ালার দরবারে তাহার উন্নত মর্যাদা আছে। লোকে তাহাকে বলিল, আমরাতাহাকে নামাজ পড়িতে দেখি না। তদুর্শনে তিনি বলিলেন, তিনি এরূপ ভাবে নামাজ পড়েন যে, তোমরা উহা দেখিতে পাও না। যখন তিনি মুছেল কিম্বা পৃথিবীর কোন স্থানে নামাজ পড়েন, কাবা গৃহের দ্বারের নিকট ছেজদা করিয়া থাকেন।

আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ি বলিয়াছেন, লোকে একজন দরবেশকে নামাজ পড়িতে দেখিতে পাইত না, এক সময় নামাজের একামত হইলে তিনি বসিয়াছিলেন। তদ্দর্শনে একজন ফকিহ তাহার উপর এনকার করিয়া বলিয়াছিলেন, আপনি জামায়াতের সহিত নামাজ পড়ুন। ইহাতে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া নামাজের তক্‌বির পড়িয়া প্রথম রাকায়াত আদায় করিলেন। ফকিহ তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিলেন, যখন লোকে দ্বিতীয় রাকায়াতের জন্য দাঁড়াইলেন, তিনি উক্ত দরবেশের স্থলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া বিস্ময়ান্বিত হইলেন। তিনি তৃতীয় রাকয়াতে সেই স্থানে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে এবং চতুর্থ রাকয়াতে চতুর্থ ব্যক্তিকে দেখিয়া অবাক হইতেছিলেন। ছালামের পরে তিনি সেই দরবেশকে দেখিতে পাইলেন। সেই তিন ব্যক্তির কোন চিহ্ন ছিল না। তখন দরবেশ ফকিহ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস্য বদনে বলিলেন, হে ফকিহ, উক্ত চারি ব্যক্তির মধ্যে, আপনার সহিত কোন ব্যক্তি নামাজ পড়িয়াছে?

পীর কজীবোল-বান মুছেলের অধিবাসী ছিলেন এবং তথায় ৫৭০ হিজরীতে এন্তেকাল করিয়াছিলেন।

২১। পীর আকিল মাম্বেজি (রহঃ)

তিনি শামদেশের পীরদিগের পীর ছিলেন, তাহার শিষ্যদিগের মধ্যে ৪০ জন হালসম্পন্ন ওলি ছিলেন, তন্মধ্যে পীর আদিবেনে মোছাফের, পীর মুছা জুলি, ওছমান বেনে মরজুক ও পীর রেছলান দামাস্কি অন্যতম।

তিনি 'তাইয়াব' নামে অভিহিত হইতেন, ইহার কারণ এই যে, যখন তিনি নিজের বাসস্থান হইতে পুর্ব্বদেশে গমন করার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন মিনারার উপর আরোহন পুর্ব্বক তথাকার অধিবাসীদিগকে উচ্চশব্দে ডাকিয়াছিলেন। লোকেরা তথায় সমবেত হইলে, তাহাদের সম্মুখে তিনি শূণ্যমার্গে উড়িয়া গিয়াছিলেন। লোকেরা সন্ধান করিয়া তাঁহাকে মামবেজ নামক বিস্তৃত ভূখণ্ডে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি গাওয়াছ (ডুবারী) নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহার পীর মোর্শেদ হজরত মোছলেমা (রঃ) তাঁহাকে এই নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, কেননা উক্ত পীর আকিল একদল পীর ভাইদিগের সহিত বায়তুল মোকাদ্দেছের জিয়ারত করিতে গিয়াছিলেন, যখন তাহারা ফোরাত নদীর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ জায়নামাজ্র পানির উপর স্থাপন পুর্ব্বক উহার উপর বসিয়া নদী পার হইয়া গেলেন, পক্ষান্তরে পীর আকিল নিজের জায়নামাজ পানির উপর স্থাপন পুর্ব্বক উহার উপর বসিয়া পানির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া নদী অতিক্রম করিয়া গেলেন, কিন্তু তাহার শরীর ও বস্ত্রের কোন অংশ আদ্র হইল না তাহারা নিজেদের পীর হজরত মোছলেমা (রঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন করিলে, তিনি বলিলেন আকিল ডুবারীদিগের অন্তর্গত। ওছামান বেনে মরজুক বলিয়াছেন হজরত আকিল প্রথমাবস্থায় ১৭ জন হাল সম্পন্ন পীর ভাইদিগের সহিত একটি পর্ব্বত গুহায় উপবিষ্ট ছিলেন, তাহাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ যষ্ঠি গুহার একএক স্থানে স্থাপন করিলেন। তৎপরে একদল লোক শূণ্যমার্গ হইতে অবতরণ পুর্ব্বক উক্ত যষ্টিগুলি উত্তোলন করিলেন। যখন তাহারা হজরত আকিলের

যষ্টিখানা উত্তোলন করার চেষ্টা করিলেন, তখন তাহারা পৃথক পৃথক ভাবে কিম্বা সমবেত শক্তিতে উহা উত্তোলন করিতে সক্ষম হইলেন না। তৎপরে উক্ত মুরিদগণ পীর মোছলেমার নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করায় তিনি বলিলেন, উক্ত শূন্যমার্গে বিচরণ কারিগণ এই জামানার ওলিউল্লাহ, তাহাদের মধ্যে এক একজন এক এক খানা যষ্টী উত্তোলন করিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন যে, যষ্টীর মালিক যষ্টী উত্তোলনকারীর দরজার তুল্য, কিম্বা দরজায় তদপেক্ষা কম। তাঁহারা আকিলের যষ্টী উত্তোলন করিতে পারিলেন না, ইহাতে প্রতিপন্ন হইল যে, তাঁহাদের কেহ তাহার ন্যায় উন্নত মর্য্যাদাধারী নহেন।

পীর আবুল মাজদে বলিয়াছেন, আমার দাদা বলিয়াছেন, আমি পর্ব্বতের নিম্নদেশে মামবেজে পীর আকিলের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম, তথায় একদল সৎলোক ছিলেন, তাহাদের একজন তাহাকে বলিলেন, সত্যপরায়ণ লোকের লক্ষণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যদি সে ব্যক্তি এই পর্ব্বতকে কম্পিত হইতে বলেন, তবে উহা কম্পিত হইয়া যাইবে। তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতটি বিকম্পিত হইতে লাগিল।

পুনরায় প্রথম ব্যক্তি বলিলেন, কারামত শক্তি-সম্পন্ন লোকের চিহ্ন কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যদি তিনি স্থলচর ও সামুদ্রিক পশুদিগকে তাহার নিকট উপস্থিত হইতে আদেশ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ উহারা তাহার আদেশ পালন করিবে। তাহার কথা শেষ না হইতেই বন্য পশুদল ও সর্পসকল পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া সমতল ভূমি আবৃত্তি করিয়া ফেলিল। শিকারীরা সংবাদ আনয়ন করিল যে, ফোরাত নদীর উপকূল মৎস্য সমূহ দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তৎপরে প্রথম ব্যক্তি বলিল, হে আমার অগ্রণী, সমসাময়িক। ব্যক্তিদিগের পক্ষে মোবারক (বরকত-

বিশিষ্ট) ব্যক্তির লক্ষণ কি? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, যদি তিনি এই প্রস্তরের উপর পদাঘাত করেন, তবে উহা প্রবাহিত ঝরণায় পরিণত হইবে, তৎপরে প্রথম অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। তৎক্ষণাৎ উক্ত প্রস্তর হইতে কয়েকটি প্রস্রবণ প্রবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে উহা শুষ্ক প্রস্তরে পরিণত হইল।

এক সময় পীর আকিল বসিয়াছিলেন, তাঁহার হস্তে একখানা কাষ্ঠ ছিল, তিনি উহা বিদীর্ণ করিতেছিলেন, তাহার সম্মুখে উহার চুর্ণ (গুড়া) রাশিকৃত হইয়াছিল, এমতাবস্থায় একজন দানশীল বণিক তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সমক্ষে একখণ্ড স্বর্ণ স্থাপন করিল। ইহাতে উক্ত পীরছাহেব বলিলেন, আল্লাহতায়ালার এরূপ কতকগুলি সেবক আছেন যে, যদি তাহাদের কেহ এই গুড়াগুলিকে স্বর্ণ হইতে বলেন, তবে তাহাই হইয়া যাইবে, তৎক্ষণাৎ উক্ত গুড়াগুলি উজ্জ্বল স্বর্ণরূপে পরিণত হইল।

পীর আকিল মামবেজ নামক স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ৪৯ বৎসর ছিলেন এবং তথায় এন্তেকাল করিয়াছিলেন। যেরূপ তাঁহার জীবদ্দশায় বহু অলৌকিক কার্য্য তাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে, সেইরূপ তাহার গোর হইতে অনেক কারামত প্রকাশিত হইয়াছে।

২২। পীর আলি-বেনে অহাব রাবিয়ি (রহঃ)

ইনি ইরাকের মহা কারামত বিশিষ্ট ও উন্নত মর্য্যাদাধারী পীর ছিলেন, তিনি বহু অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। পীর ছোওয়াএদ ছাঞ্জারি, আবুককর খাব্বাজ ও ছা'দ ছানায়েহি প্রভৃতি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, পূর্ব্বদেশবাসী অসংখ্যা লোক তাহার তরিকাভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার মৃত্যুকালে তাহার ৭১ জন কারামত-বিশিষ্ট ওলি মুরিদ বর্ত্তমান ছিলেন। তাহারা তাহার মৃত্যুর দিবস তাহার খানকার নিকটস্থ

উদ্যানে সমবেত হইয়া প্রত্যেকে উহা হইতে এক এক মুষ্টী শাক-শব্জি লইয়া উহার উপর ফুৎকার করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ তৎসমুদয় হইতে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মুকুল উৎপন্ন হইয়াছিল।

এক সময় তিনি পীর আদিবেনে মোছাফের ও পীর মুছা জুলির সহিত পুর্ব্বদেশস্থ শুকরিয়া পর্ব্বতে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের নিকট উপবেশন করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় শেষোক্ত উভয় পীর তাঁহাকে বলিলেন, তওহিদ কি বস্তু? তদুত্তরে তিনি উক্ত প্রস্তরের দিকে হস্ত সঙ্কেত করিয়া আল্লাহ শব্দ বলিলেন, তৎক্ষণাৎ প্রস্তরখানা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল, ইহা অতি প্রসিদ্ধ ঘটনা লোকে উহার উভয় খণ্ডের মধ্যে নামাজ পড়িয়া থাকে।

ওমার বেনে আবদুল হামিদ বলিয়াছেন, আমার দাদা বর্ণনা করিয়াছেন, আমি পীর আলি বেনে অহাবের সঙ্গে ৪০ বৎসর নামাজ পড়িয়াছি, আমি তাঁহার নিকট তাঁহার প্রথমাবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, আমি ৭ বৎসর বয়সে মহামান্য কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, ১৩ বৎসর বয়সে বাগদাদে উপস্থিত হইয়া বিদ্বান দিগকে উক্ত কোরআন শুনাইয়াছিলাম, আমি বিদ্যা শিক্ষাতে আত্মনিয়োগ করিলাম শহরের প্রকাশ্য স্থলে মছজিদে এবাদত বন্দিগী করিতাম। এক রাত্রে আমি নিদ্রিত অবস্থায় হজরত আবুবকর ছিদ্দিক (রাঃ) এর দর্শন লাভ করিলে, তিনি আমাকে বলিলেন, হে আলি, আমি তোমাকে এই খেরকা পরিধান করাইতে আদিষ্ট হইয়াছি এবং তিনি উহা নিজের পিরহানের হাতা হইতে বাহির করিয়া আমার মস্তকে স্থাপন করিলেন। কয়েক দিবস পরে হজরত খেজের (আঃ) আমার নিকট আগমন করতঃ বলিলেন, হে আলি, তুমি লোকদিগের নিকট গমন কর, তাহারা তোমা কর্ত্তৃক উপকৃত হইবেন। আমি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় নিদ্রিত হইলাম, তৎপরে হজরত ছিদ্দিক (রাঃ)র দর্শন লাভ করিলাম,

তিনিও হজরত খেজের (আঃ) এর তুল্য আদেশ করিলেন। আমি আমার বিষয়ে স্থির চিত্ত হইলাম। দ্বিতীয় রাত্রে আমি হজরত নবি (ছাঃ) এর সাক্ষাৎ লাভ করিলাম, তিনিও হজরত ছিদ্দিকের ন্যায় আদেশ করিলেন। আমি জাগরিত হইয়া লোকদিগকে শিক্ষা প্রদান কল্পে বাহির হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া শেষ রাত্রে নিদ্রিত হইলাম, তৎপরে খোদাতায়ালার দর্শন লাভ করিলাম, তিনি আমাকে বলিলেন, হে আমার বান্দা, আমি তোমাকে আমার জমিনে মনোনীত করিলাম, আমার অনুগ্রহ দ্বারা তোমার সমস্ত অবস্থাতে তোমার সাহার্য্য করিলাম এবং আমার বান্দাগণের জন্য তোমাকে অনুগ্রহ স্বরূপ স্থির করিলাম। তুমি তাহাদের দিকে বাহির হও, আমি তোমাকে যে হুকুম অবগত করাইয়াছি, তদনুযায়ী তাহাদের সম্বন্ধে হুকুম কর, আমি নিজের যে নিদর্শনাবলী দ্বারা তোমার সাহায্য করিয়াছি, তুমি তাহাদিগকে তৎসমস্ত প্রকাশ কর।

পীর আলি বলিয়াছেন, তৎপরে আমি জাগরিত হইয়া লোকদিগের নিকট রওয়ানা হইলাম, লোকেরা আমার দিকে সবেগে ধাবিত হইল।

বিদ্বানগণ ও পীরগণ একবাক্যে তাহার সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিতেন, প্রত্যেক অঞ্চল হইতে তাহার দর্শন লাভের জন্য উপঢৌকন সহ আগমন করিতেন।

শেখ মোহম্মদ হামদানি হামদানের অধিবাসী ছিলেন, তাহার আত্মিক হাবাভাবগুলি তিরোহিত হইয়াছিল, তাহার পুর্ব্বকার অবস্থা এইরূপ ছিল যে, তিনি অন্তর-চক্ষু দ্বারা আধ্যাত্মিক জগতের আরশ পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেন। তিনি বহু নগর পর্য্যটন করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার বিনষ্ট দরজার উদ্ধার সাধন করিতে পারিল না। যখন তিনি পীর আলি বেনে অহাবের নিকট উপস্থিত হইলেন তখন তিনি তাহাকে গ্রহণ ও সম্মানিত

করিয়া বলিলেন, হে শাএখ মোহম্মদ আমি তোমার অবস্থার পুনরুদ্ধার করিয়া দিব, আরও কিছু সমুন্নত পদে পৌঁছাইয়া দিব। তৎপরে তিনি তাঁহাকে চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত করিতে বলিলেন। তিনি তাহাই করিলে, ইহাতে তিনি আধ্যাত্মিক জগতের আরশ পর্য্যন্ত দর্শন করিলেন। তৎপরে তিনি বলিলেন, ইহা তোমার প্রথম দরজা। আমি তোমাকে ইহা অপেক্ষা আরও দুইটি দরজা বেশী প্রদান করিব। তৎপরে তিনি তাঁহাকে দুই চক্ষু মুদ্রিত করিতে আদেশ করিলেন। তিনি তাহাই করিলে, জমির সপ্ত স্তরের নিম্নস্থিত বহমুত নামক গারু পর্য্যন্ত দর্শন করিলেন। পীর ছাহেব বলিলেন, ইহা প্রতিশ্রুত দুইটি দরজার মধ্যে একটি, দ্বিতীয় দরজা এই যে, আমি তোমাকে একটি কদম প্রদান করিলাম — তদ্বারা তুমি দুনইয়ার সমস্ত প্রান্তে গমন করিতে সক্ষম হইবে। তৎপরে তিনি এক পদ নিক্ষেপ নিজের পীরের নিকট এবং দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপে হামদানে উপস্থিত হইলেন।

এক সময় একদল দরবেশ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার নিকট মিষ্ট সামগ্রীর বাসনা প্রকাশ করিলেন, তৎশ্রবণে তিনি নিজের গৃহে প্রবেশ করিয়া ডালিম্বের ছাল লইয়া কোন পাত্রে রন্ধন করিয়া তাহাদের সমক্ষে রাখিলেন, তাহারা উহা ভক্ষণ করিয়া দেখিলেন যে, উহা অতি সুস্বাদু উপাদেয় মিষ্টান্নে পরিণত হইয়াছে।

মগরিব নিবাসী আবদুর রহমান উক্ত পীর ছাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার সমক্ষে একখণ্ড রৌপ উপহার স্বরূপ স্থাপন করিয়া বলিব, হে আমার অগ্রণী, দরবেশদিগের সম্বন্ধে ইহাই আমার নীতি। তখন তিনি উপস্থিত দরবেশদিগকে বলিলেন, যাহার নিকট কোন তাম্রের পাত্র থাকে, তিনি যেন উহা আমার নিকট আনয়ন করেন। তাহারা বহু পাত্র আনয়ন পূর্ব্বক খানকার মধ্যে স্থাপন করিলেন। তখন পীর ছাহেব উক্ত পাত্রগুলির

উপর দিয়া চলিয়া গেলেন, তৎক্ষণাৎ দুইটি পাত্র ব্যতীত উহার কতকগুলি স্বর্ণেও কতকগুলি রৌপ্যে পরিণত হইয়া গেল। পীর ছাহেব পাত্রের মালিকদিগকে বলিলেন, যাহার যে পাত্র ছিল, তিনি যেন উহা লইয়া যান। তাঁহারা উক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রগুলি লইয়া গেলেন। তৎপরে তিনি আবদুর রহমানকে বলিলেন, হে আমার প্রিয় পুত্র, খোদাতায়ালা আমাকে এই সমস্ত প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উহা ত্যাগ করিয়া থাকি, যেহেতু আমাদের উহার আবশ্যক নাই। তুমি নিজের রৌপ্য খণ্ড গ্রহণ কর। তৎপরে তাঁহার পাত্রগুলির বিবিধ প্রকার অবস্থা হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, যে ব্যক্তি বিনা দ্বিধা সরলপ্রাণে পাত্রটি আনয়ন করিয়াছিল, তাহার পাত্রটি স্বর্ণ হইয়া গিয়াছে যাহার অন্তরে কিছু দ্বিধা ছিল তাহার পাত্রটি রৌপ্য হইয়া গিয়াছে। আর যে ব্যক্তি আমার উপর মন্দ ধারণা পোষণ করিয়াছে, তাহার পাত্রটি অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে।

উক্ত পীর ছাহেব দুইটি গরু ও লাঙ্গল দ্বারা কৃষিকার্য্য করিতেন তিনি উক্ত লাঙ্গল ও গরুর স্পর্শ করিতেন না। যদি তিনি উক্ত গরু দুইটিকে দাঁড়াইতে বলিতেন, তবে উহারা দাঁড়াইয়া যাইত, আর যদি চলিতে বলিতেন, তবে চলিতে থাকিত। অনেক সময় তিনি গম ইত্যাদির বীজ বপন করিলেই তৎক্ষণাৎ উহা হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া যাইত। তাহার একটি গরু মরিয়া গিয়াছিল, তিনি আসিয়া উহার শৃঙ্গ ধরিয়া বলিলেন, হে খোদা তুমি উক্ত গরুটি আমার জন্য জীবিত করিয়া দাও। অমনি গরুটি দাঁড়াইয়া কর্ণদ্বয় নাড়াইতে লাগিল।

তিনি ছাঞ্জানের এলাকাভুক্ত বদরিয়া নামক স্থানে অবস্থিতি করিতেন এবং ৮০ বৎসর জীবিত ছিলেন।

সমাপ্ত